NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ধর্ষণ সামাজিক সর্বস্তরে বিকৃত মানসিক ব্যাধিতে রূপ নিচ্ছে

বিজেপি নেতাদের ঠ্যাং ভাঙার নিদান তৃণমূল নেতার, শুরু তরজা ৬

কলকাতা ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৬ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 2.9.2024, Vol.18, Issue No. 84 8 Pages, Price 3.00

ন্যায়বিচারের দাবি, রাজপথে মহামিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের নির্যাতিতা'র বিচারের দাবিতে ফের রাজপথে নামলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। মুখর। 'আমরা তিলোত্তমা'র ব্যানার রাজপথে প্রতিবাদের গর্জন শোনা গেল এদিন। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলায় এদিন বিশাল মিছিল বের হয়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা পথে নামে এদিন। তাদের সঙ্গে পথে নামেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ছিলেন একাধিক তারকাও। মিছিলের ভিড় খানিক পাতলা হয়ে গেলেও অনেকেই অবস্থানে বসে পড়েন। তার পর থেকে সেখানে ধর্না অবস্থান চলে। অনেকেই সেখানে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত হন 'মেয়েদের রাত দখল' কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা

রিমঝিম সিংও।

কলেজ স্কোয়ার থেকে 'আমরা তিলোত্তমা'র মিছিল ধর্মতলায় পৌঁছনোর পরেই উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেন যে, ভোর ৪টে অবধি ধর্না অবস্থান চলবে। ঘোষণা মোতাবেক রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ধর্না অবস্থানে বসেছেন মিছিলের উদ্যোক্তাদের একাংশ। তাঁদের সঙ্গে মিছিলে বসেছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, দেবলীনা দত্তও।

এদিন, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের রানু ছায়া মঞ্চের সামনে থেকেও এদিন মিছিল শুরু হয়। এই মিছিলও যায় ধর্মতলা পর্যন্ত। মিছিল শুরুর আগে পথনাটিকার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। চলে স্ট্রিট পেন্টিংও। কলেজ স্কোয়ারে মিছিলের ভাষা যেমন স্লোগানে স্লোগানে ধ্বনিত হয়, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে প্রতিবাদের ভাষা ছিল গান, ছবি। এদিন প্রতিবাদ মিছিল করেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরাও। মৌন মিছিল করেন তাঁরা। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে থেকে নন্দন অবধি এই মিছিল বের হয়। রাজ্যের যত রামকৃষ্ণ মিশন আছে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা সমবেত হন এদিন। এদিনের মিছিলে ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। নাগরিক সমাজের এই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন পরিচালক অপর্ণা সেন, অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, উষসী চক্রবর্তী, চৈতী ঘোষাল, সুদীপ্তা চক্রবর্তীর মতো সেলেবরা।

এদিনের এই মিছিল থেকে অপর্ণা সেন বলেন, 'আমরা যেন সেই ফাঁদে না পড়ি। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ছিঃ। অন্তর থেকে ধিক্কার জানাচ্ছি।' আরজি কর কাণ্ডে দোষীর শাস্তি চেয়ে তিনি বলেন, 'আমরা করদাতা। কেন আমরা আমাদের দাবি ছাড়বে? আশা করছি জাস্টিস পাব। যদি দরকার হয় আবার পথে নামব।' সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রয়েছে বলেও জানান অপর্ণা সেন। অন্যদিকে, অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এ দিনের মিছিল থেকে প্রশ্ন তোলেন, 'আমি বারবার বলে এসেছি যে কলকাতায় আমরা সুরক্ষিত। কিন্তু আরজি করের ঘটনা আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ২৩ দিন কেটে গেল। মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা নাগরিকরা মানতে পারছি না এই নৃশংস কাণ্ড একজন ঘটিয়েছে। কেন নির্যাতিতার বাবা-মাকে প্রথমে বলা হল যে মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন? প্রশ্ন অনেক। কেন আমরা এত অন্ধকারে রয়েছি? সিবিআই তদন্ত কতদূর এগিয়েছে আমরা জানতে পারছি না। মেয়েটির বাবা-মার প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা রয়েছে। পুলিশ-সরকারের কাছে গিয়ে যদি ন্যায়বিচার না পাই, তাহলে কোথায় যাব? মুখ্যমন্ত্রী একটা বিহিত করে দেখান।' এরই পাশাপাশি চৈতী ঘোষাল বলেন, 'আজ কোনও সেলিব্রিটি হিসেবে নয়, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এই মিছিলে যোগ দিয়েছি। আমরা জাস্টিস চাই।'

ধর্ষণ রুখতে কঠোর বিল আনছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ধর্ষণ রুখতে কঠোর বিল আনছে রাজ্য সরকার। এজন্য বিল পাশ করাতে বিধানসভার দু-দিনের বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে সোমবার। এদিন বেলা দুটোয় অধিবেশন বসবে। তার আগে প্রথামাফিক দু-দিনের অধিবেশনের বিস্তারিত কর্মসূচি স্থির করতে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসবে। সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মরণে এক শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর দিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি হবে বলে জানা গিয়েছে। পরদিন মঙ্গলবার প্রস্তাবিত বিল নিয়ে আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনায় অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

রীতি অনুযায়ী বিলটি পাশ হওয়ার পর সেটি রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। তাঁর স্বাক্ষরের পর সেটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। তার স্বাক্ষরের পরে বিলটি আইনে পরিণতহবে। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর বহু বিলই রাজভবনে পড়ে আছে। সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিলটির আইনে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়েছে রাজনীতিক মহলে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন তিনি এই বিল পাশ করা নিয়ে গড়িমসি করলে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসবেন মহিলারা। এদিকে প্রস্তাবিত বিলটি বিজেপি সমর্থন কিংবা আলোচনায় অংশ নেবে কিনা সে ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে দলের সচেতক শংকর ঘোষ জানিয়েছেন।

ধর্মতলায় ছাত্র সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষকদের জন্য চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে রাজ্যে নিজস্ব আইন তৈরির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, দশ দিনের মধ্যে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই বিল পেশ করবে রাজ্য সরকার। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই বিল আনার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রীসভা। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মহিলাদের ধর্ষণ বা ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে এই আইন আনা হচ্ছে।

উত্তাল আবহে ফের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন সুখেন্দুশেখর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের উত্তাল আবহে ফের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের। এবারের পোস্টে তুলে ধরলেন ফরাসি বিপ্লব ও বাস্তিল দুর্গের পতনের কথা। এদিকে রবিবার চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে পথে নামেন তারকা থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তার আগে সাংসদের এই পোস্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহলমহল। প্রসঙ্গত, ১৭৮৯ সালের ২৪ জুলাই ক্ষুব্ধ জনতা ভেঙে দেয় প্যারিসের বাস্তিল দুর্গ। যে দুর্গ ছিল ইউরোপে মধ্যযুগীয় শোষণের প্রতীক। এরপরই শুরু হয় ফরাসি বিপ্লব। আরজি কর নিয়ে উত্তাল বাংলা। সুবিচারের দাবিতে একজোট হয়েছেন সমাজের সবস্তরের মানুষ। প্রত্যেকের দাবি একটাই, ন্যায়বিচার। এমনই এক প্রেক্ষিতে সুখেন্দুশেখর রায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, '১৭৮৯ সালের জুলাই। বিক্ষোভকারীরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন বাস্তিল দুর্গ। জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের।'

তৃণমূল ছাড়ার চিঠি রিপুন বরার

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর: আরজি কর-কাণ্ডে অস্বস্তিতে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। আর সেই আবহেই দল ছাড়লেন অসম তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি রিপুন বরা। রবিবার সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে সভাপতি পদের সঙ্গেই দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। একসময় অসম কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন রিপুন। কংগ্রেসের প্রতীকেই অসম থেকে হয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ। রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসের সন্তোষমোহন দেবের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন তিনি। এমন একজন নেতাকে হারানো অসম তৃণমূলের পক্ষে বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে। সভাপতি হিসাবে নিজের ব্যর্থতার সঙ্গে অসমের জনতার মধ্যে তৃণমূলের গ্রহণযোগ্য না হওয়াকেই কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন রিপুন। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেবের সঙ্গে কলকাতা এসে অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন রিপুন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে দেওয়া হয় রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে অসমে চারটি আসনে লড়াই করে পরাস্ত হয় তৃণমূল। কার্যত সেই হারের দায় নিয়েই যে তিনি পদ থেকে সরে যাচ্ছেন, তা-ও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রিপুন। পদত্যাগের চিঠিতে রিপুন লিখেছেন, সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে তিনি অসমের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছেন। ফলস্বরূপ, রাজ্যের ৩৫টি জেলার মধ্যে ৩১টি জেলায় তৃণমূলের সংগঠন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রভাব অসমের ভোটের রাজনীতিতে ধরা পড়েনি। এ ক্ষেত্রে এই প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদের মত, অসমের মানুষ তৃণমূলকে গ্রহণ করেনি। তারা কেবল তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক দল হিসাবেই দেখে এসেছে। তাই অসমের রাজনীতিতে তাঁর করা পরিশ্রমের ফসল তুলতে পারেনি তৃণমূল। তাই তিনি সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। সঙ্গে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও যেন তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। অসমের রাজনৈতিক মহল সূত্রে খবর, রিপুন আবারও ফিরতে পারেন কংগ্রেসেই। কারণ চিঠির শেষাংশে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। সেখানে রিপুন বলেছেন, তৃণমূল ছাড়লেও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই চলবে। তাই মনে করা হচ্ছে, লোকসভা ভোটে ৯৯ আসন জয়ী তাঁর পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরেই রাজনীতি করতে চান রিপুন।

জঙ্গির গুলিতে মহিলার মৃত্যু নিয়ে ফের উত্তপ্ত মণিপুর

ইম্ফল, ১ সেপ্টেম্বর: ফের উত্তপ্ত মণিপুর। অভিযোগ, রবিবার সন্দেহভাজন জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন এক মহিলা। তাঁর মেয়েও জখম হয়েছেন। সূত্রের খবর, দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। সূত্রের খবর, রবিবার দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ কাঙ্গপোকপির নাখুজাঙ গ্রামে শুরু হয় গোলাগুলি। স্থানীয় এক বাসিন্দা দাবি করেছেন, ইম্ফল পশ্চিমের কাদাঙ্গবন্দে একটি বাড়ির উপর বোমা ফেলা হয়েছে। ড্রোনে করে সেই বোমা ফেলা হয়। একটি ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

আসনা: আরও বৃষ্টি গুজরাতে

আমদাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর: প্রলয় বর্ষণ থেমেছে ঠিকই, তবে এ বিরতি ক্ষণিকের। নতুন করে আরও বড় বিপর্যয়ের প্রমাদ গুনছে গুজরাত। আরব সাগরের তীর লক্ষ্য করে দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'আসনা'। যার জেরে রবিবার থেকে ব্যাপক বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে রিপোর্ট বলছে, গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার জেরে গুজরাতের একাধিক জেলায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে গুজরাতের নালিয়া উপকূল থেকে ৬৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়টি। বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব আরব সাগরের উপর রয়েছে 'আসনা'। ঘূর্ণিঝড়টি এগিয়ে আসছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরে। সমুদ্রে ঝড়টির গতিবেগ গত ৬ ঘণ্টায় ১৩ কিলোমিটার। বর্তমানে এটির অবস্থান উত্তরে ২৩.২ ডিগ্রি ল্যাটিটিউড এবং পূর্বে ৬২.৬ ডিগ্রি ল্যাটিটিউডে। ১ সেপ্টেম্বর সন্ধের মধ্যে এটি ধীরে ধীরে দুর্বল হতে পারে। যার জেরে গুজরাত-সহ একাধিক রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে।

আইএমডি জানিয়েছে, এদিন গুজরাত তেলঙ্গানা, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, মারাঠাওয়াড়া, উপকূলবর্তীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর কর্নাটক, দক্ষিণ কর্নাটক এবং রায়লসীমায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে। এদিকে গুজরাতের রিপোর্ট বলছে, গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার জেরে গুজরাতের একাধিক জেলায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতুন করে ভারী বৃষ্টি হবে রাজ্যের একাধিক জেলায়। এদিকে বন্যার জেরে মৃতের তালিকায় গুজরাতের জামনগর রয়েছে সবার উপরে। এখনও পর্যন্ত এখানে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমদাবাদ ও আনন্দ জেলায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। বন্যা বিধ্বস্ত গুজরাতে জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

রাশিয়ায় চপার ভেঙে মৃত ২২

মস্কো, ১ সেপ্টেম্বর: টেক অফের পরেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল চপার। শেষ পর্যন্ত চপারে থাকা ২২ জনের মৃত্যুর খবর মিলল। রবিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রাশিয়ায়। সে দেশের সংবাদ মাধ্যমের তরফে জানানো হয়েছে, প্রবল ঝড়বৃষ্টির কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে চপারটি। তার জেরেই চপার ভেঙে পড়ে। কপ্টারে থাকা সকল যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে।

রুশ সংবাদসংস্থা টাস সূত্রে খবর, শনিবার ভাচকাজেটস আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন একটি হেলিপ্যাড থেকে টেক অফ করে এমআই-৮টি হেলিকপ্টার। মস্কো থেকে প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার দূরে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে চপারটি। তার পরেই কপ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আশঙ্কা ছড়ায়, কামচাটকা উপদ্বীপের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে হয়তো চপারটি ভেঙে পড়েছে।

খবর পেয়েই উদ্ধারকাজ শুরু করে রুশ প্রশাসন। তবে সেখানেও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন উদ্ধারকারীরা। প্রবল বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছনো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্ঘটনার এলাকায় পৌঁছনোর রাস্তাও। ঘন জঙ্গলে ঢাকা এলাকায় উদ্ধারের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আকাশপথেও ওই এলাকায় পৌঁছতে পারেননি উদ্ধারকারীরা। ফলে সাতটি দলকে পাঠানো হলেও কপ্টারটি উদ্ধার করতে দেরি হয়ে যায়।

অবশেষে রবিবার সকালে বৃষ্টি খানিকটা কমার পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৬০ জন উদ্ধারকারীর বিশেষ দল। তবে কপ্টারের কোনও যাত্রীকেই জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। কামচাটকার পূর্ব দিকে চপারটির ভাঙাচোরা অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু কী কারণে ভেঙে পড়ল যাত্রীবোঝাই চপার, তা এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়েই ভেঙেছে চপারটি।

আন্দোলনের মাঝেই অভয়া ক্যাম্পে রোগী দেখলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনের মাঝেই রোগীদের পরিষেবা দিতে টেলিমেডিসিন চালু করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। মিলেছে ভালো সাড়াও। আরও এক ধাপ এগিয়ে রবিবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অস্থায়ী ক্যাম্প করে রোগী দেখেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এদিন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ, আরজি কর, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ-সহ একাধিক মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা অস্থায়ী ক্যাম্প করেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে, 'অভয়া ক্লিনিক'। কুমোরটুলি, এসপ্ল্যানেড ক্রসিং, রানুছায়া মঞ্চ, ন্যাশনাল মেডিক্যালের ২ নম্বর গেট, এনআরএস মেডিক্যালের ১ নম্বর গেটে হয় এই ক্যাম্প। কেপিসি মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা রোগী দেখেন ৮বি বাস স্ট্যান্ডে। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলে রোগী

দেখা। প্রেসকিপশনেও দেখতে পাওয়া যায় প্রতিবাদে ভাষা। লেখা হয়, 'আরজি করের বিচার চাই, অপরাধচক্রের বিনাশ চাই'। জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফে, ক্যাম্পে রক্তচাপ মাপার পাশাপাশি করা হয় এক্স রে, এমনকি বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হয়। প্রত্যেক রবিবার এই ক্যাম্প চলবে বলে জানিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এই মেডিক্যাল ক্যাম্পের ফলে শহরের সাধারণ রোগীদের সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে বলে মনে করছে চিকিৎসক মহল। উল্লেখ্য, ৯ অগস্ট আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর থেকেই কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। যার জেরে কার্যত অচল সরকারি হাসপাতালগুলির আউটডোর পরিষেবা। ভোগান্তির শিকার সাধারণ রোগীরা। তাঁদের সমস্যার সমাধান করতেই শহরজুড়ে সাপ্তাহিক মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করলেন চিকিৎসকেরা।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

আরজি কর কাণ্ড: সিএফএসএল-এর দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এখনই সিদ্ধান্ত নয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দেওয়া ডিএনএ রিপোর্টের ভিত্তিতে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় সিবিআই। গত ১৩ অগস্ট সিএফএসএলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ডিএনএ রিপোর্টের জন্য নমুনা জমা দেওয়া হয়। নমুনার মধ্যে তিলোত্তমার দেহ থেকে উদ্ধার ভ্যাজাইনাল সোয়াব, নখে আটকে থাকা ত্বক এবং চুলের নমুনা, অকুস্থলে পাওয়া চুলের নমুনা জমা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তিলোত্তমার পোশাক, কম্বল, চাদর নমুনা হিসেবেও জমা পড়ে।

নমুনা হিসেবে জমা পড়ে প্রধান অভিযুক্ত অর্থাৎ ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের রক্তের নমুনা এবং তার ওই রাতে পড়ে থাকা পোশাক। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে রিকুইজিশন দিয়েছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। প্রাথমিক ভাবে রিপোর্ট তৈরির জন্য ১০ দিন সময় চেয়েছিল সিএফএসএল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কলকাতা পুলিশের অনুরোধে ৬ দিনে রিপোর্ট দিতে রাজি হয় সিএফএসএল। কিন্তু ওই দিনই আবার আদালতের নির্দেশে তদন্তভার চলে যায় সিবিআইয়ের হাতে। তাহলে কোন তদন্তকারি সংস্থার হাতে রিপোর্ট হস্তান্তর করবে সিএফএসএল, তা নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা।

কলকাতা পুলিশের কাছে তদন্তভার না থাকায়, তারা সিএফএসএল-কে যোগাযোগ না করায় রিপোর্ট থেকে যায় সিএফএসএল কর্তৃপক্ষের কাছে। শেষ পর্যন্ত ২৬ অগস্ট আদালতের অনুমতি নিয়ে সিবিআই সংগ্রহ করে ডিএনএ রিপোর্ট। সিবিআইয়ের তরফ থেকে এই রিপোর্ট নিয়ে প্রথম থেকেই কোনও মুখ খোলেনি।

এদিকে সূত্রের খবর, সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার পর, তারাও কিছু নমুনা জমা দিয়েছে সিএফএসএল-কে। সেই নমুনার রিপোর্ট এখনও তৈরি হয়নি। এদিকে কলকাতা পুলিশের জমা দেওয়া নমুনার ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্টে উল্লেখ, তিলোত্তমার ভ্যাজাইনাল সোয়াবের সঙ্গে ধৃতের ডিএনএ ম্যাচ করেছে। ধৃতের শরীরের আঘাত থেকে সংগৃহীত নমুনার সঙ্গে তিলোত্তমার নখ থেকে প্রাপ্ত নমুনাও মিলেছে। অকুস্থলে পাওয়া চুলের সঙ্গে মিলেছে ধৃতের ডিএনএ। তিলোত্তমার লালা রসের নমুনাতেও ধৃতের ডিএনএ-র অস্তিত্ব মিলেছে। তবে সিএফএসএলএ-এর এই রিপোর্টে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির অস্তিত্বর উল্লেখ নেই। এই রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য এইমস-এ এর বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, সিবিআই যে নমুনা পাঠিয়েছে, সেই নমুনার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় সিবিআই। সেই রিপোর্ট এলে, সিবিআই পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে, পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতের শুনানির আগেই সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার কথা সিবিআইয়ের। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই রহস্যের কিনারা হতে পারে বলে ধারনা সিবিআই আধিকারিকদের।

বাবার দুটি কিডনি নষ্ট, মেধাবী ছাত্রীকে সাহায্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: সংসারের কর্তার কিডনির সমস্যা। এমন অবস্থাতে দুই মেয়ে এবং এক ছেলেকে পড়াতে হিমশিম খাচ্ছেন হরিপুরের বাসিন্দা বিকাশ দাস। প্রায় ২ বছর ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন বিকাশবাবু। পরিবারের কেবলমাত্র উনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী। পুরো উপার্জনের পথ বন্ধ। এমনেই অবস্থাতে দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে এল নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। অসুস্থ বিকাশবাবুর মেয়ের পড়াশোনা যাতে কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই পথ বাতলে দিল নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্রী বিদিশা দাসকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা হিসাবে হোস্টেল খরচ দেওয়ার ঘোষণা করা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর পাত্র, সভাপতি ড. শোভন সুন্দর গিরি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা শিক্ষক দেবকুমার মণ্ডল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সবাই বিদিশার ভবিষ্যতের জন্য তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। ড. শান্তনু বেরা বলেন, এই মেধাবী ছাত্রীর বাবার দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। এই ছাত্রীটিকে সহায়তার পাশাপাশি তার বাবার ডায়ালাইসিস এর ব্যাপারেও অন্য একটি ট্রাস্টের সঙ্গে কথা হয়েছে যাতে ছাত্রীটির পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁর বাবাও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর পাত্র বলেন, স্কুলের তরফ থেকে হস্টেল ফ্রি বা পড়াশোনার সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা ইত্যাদি করা হবে। জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই বলেন, ছাত্রীটির পড়াশোনার পাশপশি যাতে তার বাবার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে উনি সাহায্য করবেন।

সিগন্যালের পোস্টে লোকাল ট্রেনের ধাক্কা, ব্যাহত রেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি সিগন্যাল বিভ্রাটের জেরে রেল দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যবাসী। যদিও এবার সিগন্যাল পোস্টে লোকাল ট্রেনের ধাক্কার জেরে রবিবার হাওড়ার দক্ষিণ পূর্ব শাখায় ব্যাহত হল রেল পরিষেবা। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার পর ফের চালু হয় পরিষেবা। আর হাওড়ার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শালিমার শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়াতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

রবিবার হাওড়ায় ফের বিপর্যস্ত হয় রেল পরিষেবা। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার দক্ষিণ পূর্ব শাখায়। সিগন্যাল পোস্টের থেকে বেরিয়ে থাকা অংশের সঙ্গে লোকাল ট্রেনের ধাক্কা লাগে। যার জেরে ব্যাহত হয় হাওড়ার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শালিমার শাখায় ট্রেন চলাচল।দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে খবর, রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ একটি লোকাল ট্রেন সাঁতরাগাছি থেকে শালিমার যাওয়ার পথে বেতর রেল ক্রসিং-এ সিগনালে বেরিয়ে থাকা অংশে ধাক্কা মারে। ঘটনাটি চালকের নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেন। এরপর রেলের দপ্তরে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে যান রেলের ইঞ্জিনিয়াররা। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ট্রেনটি দাঁড়িয়ে থাকার পর ওই লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। দুপুর ১২৩০ নাগাদ ওই লাইনে ফের ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এদিকে, সিগন্যাল না পাওয়ার ফলে ডাউন ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস এবং ডাউন করমণ্ডল এক্সপ্রেস অন্য স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীরা পড়েন বিপাকে। সাড়ে বারোটার নাগাদ ট্রেনটিকে লাইন থেকে সরানোর পর ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত মাসেই সিগনালিং বিভ্রাটে শিয়ালদা-বনগাঁ শাখায় ব্যাহত ছিল ট্রেন চলাচল। রবিবার সকালে লোকাল ট্রেনের পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন স্টেশনে ভিড় জমে যায়। বহু মানুষ সমস্যায় পড়েন।

শতবর্ষে পদার্পণ করল হাওড়া সংঘ পাঠাগার। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। ছিলেন সুজয় চক্রবর্তী, শিক্ষিকা শুভ্রা চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উল্লেখ্য, এখানে সরকারি নির্দেশে বিনামূল্যে নতুন সদস্য গ্রহণ করা হয়।

গ্রামোন্নয়নে বরাদ্দ দিচ্ছে না কেন্দ্র, ক্ষোভ রাজ্যের

বাংলায় আবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠাবে মোদি সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামোন্নয়নে কেন বরাদ্দ দিচ্ছে না কেন্দ্র, তা নিয়ে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বার বার সরব হয়েছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনের পরে বিজেপি কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও শরিকদের সমর্থমে ফের কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। বদল করা হয়েছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রীও। তাতে বরাদ্দের জট কাটার আশা করছিল রাজ্যও। কিন্তু জট কাটা তো দূর, নতুন করে বাংলায় আবারও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের যে বার্তা রাজ্য পেয়েছে, তাতে একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা-সহ ১২টি গ্রামীণ প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখবে কেন্দ্রের পাঠানো দল। রাজ্যের ১৯টি জেলায় ঘুরে অন্তত ৩টি করে ব্লকের ১০টি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ সরাসরি গিয়ে দেখবেন তাঁরা।

কেন্দ্রের বার্তা-জেলাশাসক, জেলা পরিষদের সিইও-সহ আধিকারিকদের হাজির থাকতে হবে কেন্দ্রীয় দলের জন্য। একাধিক দফায় তাঁরা বৈঠক করবেন জেলা-কর্তাদের সঙ্গে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা-যাচাই সেরে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে রিপোর্ট দেবেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনার বরাদ্দ আটকে রয়েছে। রাজ্যের অভিযোগ, পাওয়া যাচ্ছে না সড়ক যোজনার বরাদ্দও। ফলে বরাদ্দ না দিয়ে কেন কেন্দ্রীয় দল আসছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে নবান্ন। যদিও কেন্দ্রের দাবি, এই সফর ২০২৪-২৪ আর্থিক বছরের নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া।

স্কুল অধ্যক্ষদের সম্মাননা অ্যাডামাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রবিবার কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হল অ্যাডামাস সম্মান এর প্রথম পর্ব। দেশের ভবিষ্যতের কারিগরদের গড়ে তোলার কাণ্ডারি হিসেবে কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের অধ্যক্ষকে সম্মান জানানো হয় এই অনুষ্ঠানে।

প্রফেসর ড. সমিত রায় বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাত ধরেই আমাদের দেশের ভবিষ্যতের ভিত তৈরি হয়। তাই 'অ্যাডামাস সম্মান' সেই সমস্ত অধ্যক্ষদের স্বীকৃতি জানাল, যাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখতে শেখান এবং স্বপ্নপূরণের রাস্তা দেখান। আজ আমরা শুধুমাত্র তাঁদের কৃতিত্বকেই সম্মান জানাচ্ছি না বরং দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকাকেও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল বহু প্রতীক্ষিত বন্দে ভারত ট্রেনের স্লিপার শ্রেণির ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের ট্রেন যাত্রায় এক নতুন অধ্যায় জুড়ল। চালু হল বন্দে ভারত ট্রেনের স্লিপার কোচের যাত্রা। যা যাত্রীদের রেল যাত্রার অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বদলে দেবে বলেই দাবি করছে ভারতীয় রেল। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উন্নত প্রযুক্তি এবং আরামদায়ক সফরের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত, যা ইতিমধ্যেই যাত্রীদের কাছে রেল ভ্রমণের জন্য একটি নতুন মান নির্ধারণ করেছে। এই ট্রেনটি সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলবে, একটি দ্রুত এবং সুন্দর যাত্রা নিশ্চিত করবে বলেই রেল সূত্রে জানান হয়েছে। বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নত অভ্যন্তরীণ সজ্জায় তৈরি, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি ভারতের রেল ক্ষমতায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চিহ্নিত করে,

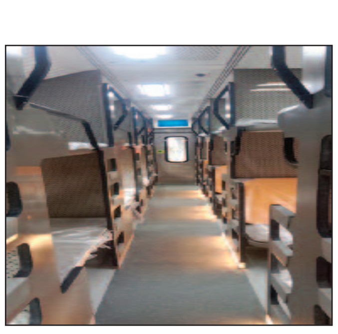

যা ইউরোপীয় মানের সঙ্গে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ভারতে দূর-দূরত্বের রেল ভ্রমণে বিপ্লব ঘটাতে সেট করা, এই বিভাগটি আরাম, নিরাপত্তা এবং দক্ষতার জন্য নতুন মানদণ্ড পূরণ করে। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি বিভিন্ন বিশ্বমানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সজ্জিত। যেমন, স্টেইনলেস স্টিল ট্রেন সেট।

ফলন ও লাভ বাড়ছে তাই রাজা পাট রোপনে উৎসাহ চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজা পাট চাষ করে একর প্রতি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা। লম্বায় সাধারণ পাটের চেয়ে অন্তত দু-ফুট বড় এবং আরও উন্নতমানের তন্তুর রাজা পাট নিয়ে গান বেঁধেছেন মাটির সংস্পর্শে থাকা শিল্পীরা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অভাবনীয় সাফল্যে খুশি এই পাটবীজের উদ্ভাবক সংস্থা নুজিভীডু সিডস। এই সাফল্য তুলে ধরতে সম্প্রতি তারা নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরের পরে উত্তর ২৪ পরগনাতেও রাজা পাটের উপর 'মেগা ফিল্ড ডে' অনুষ্ঠান করেছেন। ২৪ পরগনার বনগাঁ, ছোটা সেহানা গ্রামে এক অনুষ্ঠানে রাজা পাট নিয়ে গান গেয়ে শোনান লোকগীতি শিল্পী অভিজিৎ আচার্য।

রাজা পাটের বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা নুজিভীডু সিডস জানিয়েছে, এই পাট একর প্রতি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে কৃষকদের। এটা সম্ভব হয়েছে রাজা পাটের লম্বা আঁশ এবং অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে এর একর প্রতি ন্যূনতম বাড়তি ২ কুইন্টাল উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে। তাদের দাবি, ২০২০ সালে, এন জে-৭০০৫ রাজা পাটের এই নতুন প্রজাতি নুজিভীডু সিডস এর গবেষণা বিভাগের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ মহম্মদ মসিউর রহমান কর্তৃক উদ্ভাবিত। তার পর থেকে পাট চাষের দুনিয়া অনেকটা বদলে গেছে। এই চাষে খরচ অন্যান্য পাটের প্রজাতির তুলনায় কম, সঙ্গে পাওয়া যায় উচ্চ ফলন, আরও ভালো গুণমানের তন্তু ও আগের চেয়ে বেশি লাভের সুযোগ। অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এই পাট দু ফুট বেশি লম্বা, অর্থাৎ বেশি ফলন, মোটা ছাল যা ফলন এবং তন্তুর গুণমান বাড়িয়েছে। ছাল মোটা হওয়ায় তন্তুর মানও অনেক উন্নত। তাই ফলনের সঙ্গে মান বেশি হওয়ায় দামও বেশি পাচ্ছেন চাষিরা। ভারতে মূলত যে ধরনের পাট চাষ হয় তার আঁশ বাংলাদেশের পাটের আঁশের চেয়ে ছোট হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে সমস্যা হয়ই। এখন সেই সমস্যার সমাধান হবে এনজে ৭০০৫ রাজা জুট চাষ করে। ইতিমধ্যেই বাড়তি লাভের মুখ দেখেছেন বিভিন্ন গ্রামের চাষিরা। অনেকের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। তাই ভবিষ্যতেও তাঁরা এই বীজই চাষ করতে চান।

একথা শুনে তা নিয়েই গান গাইলেন লোকগীতি শিল্পী অভিজিৎ আচার্য। সেই গান শুনে খুশি গ্রামের মানুষ। যাঁরা এখনও এই বীজে চাষ শুরু করেনি, এই গান শুনে তাঁরাও রাজা পাট চাষে উৎসাহ পাচ্ছেন।

আবাস এবং একশো দিনের কাজের প্রকল্প খতিয়ে দেখতে অতীতে অনেকবারই কেন্দ্রের দল ঘুরে গিয়েছে রাজ্যে। এফআইআর করে নয়ছয় হওয়া টাকা উদ্ধার-সহ উপভোক্তা তালিকা সংশোধনের একাধিক সুপারিশ করে তারা। রাজ্যের দাবি, সেই সব পদক্ষেপ করে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেওয়াও হয়েছিল। তার পরেও আটকে রয়েছে বরাদ্দ। এখন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী হয়েছেন শিবরাজ সিংহ চৌহান। তিনি প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। এ রাজ্যও তেমন বৈঠকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারই মাঝে ফের এক বার কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 31/08/24, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 63 নং এফিডেভিট বলে আমি Akhil Roy S/o. Nepal Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nepal Chandra Roy & Nepal Roy R/o. 6/2, Roy Ghat Lane, Serampore, Hooghly-712201 উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং-৩৪৪, হাসনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক, পিতা-স্বর্গীয় বিমল পাইক, বিগত ইংরাজী ২১/০৯/২০২০ তারিখে সোনারপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২০ সালের ০৩০৮৬ নম্বর আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার হিসাবে মৌজা-জয়েনপুর, জে.এল. নং-৬৬, অন্তর্গত এল. আর.-৭৮৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর.-৬৮৯ নং দাগের ০.০৪ শতক জমি যাহা গার্গী গুহ মহাশয়া আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী-৪ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২১ সালের ১০০৭৫ নম্বর কোবালা মূলে **"Accipitral Infracon Private Limited"** কে বিক্রয় করেন, যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে **MN/2024/1615/28042** মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges'& Police Court
Enrollment No. -WB-490/2010

বিজ্ঞপ্তি

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ

মাননীয় R.O. তথা A.R.C.S. নদীয়া মহাশয়ের Memo No. 953, Dt-26/07/2024 আদেশ বলে **কৃষ্ণচন্দ্রপুর রঘুনাথপুর সমবায় সমিতির** ডেলিগেট নির্বাচন উপলক্ষ্যে অদ্য 02/09/2024 তারিখে সমিতির সংসদ অনুসারে খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হইল। উক্ত তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডেও টাঙানো হইয়াছে। তালিকায় সংযোজন, সংশোধন বা বিয়োজন সম্পর্কে কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে আগামী 06/09/2024 তারিখের মধ্যে সমিতির ম্যানেজার শ্রী ভুবন বিশ্বাস এর কাছে লিখিতভাবে জমা দিতে হইবে এবং আগামী 07/09/2024 তারিখে শুনানী হইবে, শুনানীর সময় অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তারপরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবে।

স্বা/- **A.R.O. & C.D.O.**
Krishnachandrapur Raghunathpur S.K.U.S Ltd.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা সেপ্টেম্বর। সোমবার। ১৭ ই ভাদ্র। শুক্র বার। কৌশিকী অমাবস্যা তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(কৌশিকী অমাবস্যা তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৬ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সন্দীপ ঘনিষ্ঠ দেবাশিস সোম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সন্দীপ ঘোষ 'ঘনিষ্ঠ' ফরেন্সিক মেডিসিনের চিকিৎসক দেবাশিস সোম। বর্তমানে আইসিইউয়ে সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন বলেই সূত্রে খবর। কয়েকদিন আগেই সিবিআই জেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। কেষ্টপুরে তার বাড়িতে চলেছিল তল্লাশিও। এরপর এখন আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই ভর্তি করা হয় বাইপাসের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, শারীরিক অবনতির কারণে কিডনিতে প্রভাব পড়েছে। ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা অনেকটাই বেশি রয়েছে। শেষ পাওয়া আপডেটে জানা যাচ্ছে তাঁর বিপি, পালস কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে মেডিসিন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ারের যিনি চিকিৎসক রয়েছেন তাঁর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বলে খবর।

প্রসঙ্গত, তিলোত্তমা কাণ্ডে ঘটনার দিন সেমিনার রুমে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, ৯ অগস্ট ঘটনার দিন আরজি করে উপস্থিত ছিলেন সকাল থেকেই। তিলোত্তমার ময়নাতদন্তের সময়েও তার উপস্থিতি ছিল বলে জানা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেই তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যর দল। দীর্ঘ সময় ধরে চলে তল্লাশি। প্রসঙ্গত, এই দেবাশিস সোম আবার রয়েছেন স্বাস্থ্য নিয়োগ বোর্ডে।

সুবিচারের প্রতীক্ষায়...

ধর্মতলায় বিজেপির ধরনা ৪ দিনে পা রাখল। মঞ্চে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও দেবশ্রী চৌধুরী।
ছবি: অদিতি সাহা

সিবিআইয়ের তরফ থেকে ফের তলব এএসআই অনুপ দত্তকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার 'ঘনিষ্ঠ' কলকাতা পুলিশের এএসআই অর্থাৎ অ্যাসিসট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর-এর পলিগ্রাফ পরীক্ষা করিয়েছিল সিবিআই। এএসআই অনুপ দত্ত নিজেও পলিগ্রাফ পরীক্ষা করানোর বিষয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, কারও পলিগ্রাফ পরীক্ষা করাতে হলে আদালত ছাড়াও সেই ব্যক্তির অনুমতি প্রয়োজন। এর আগে সিজিও দপ্তরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ধৃতের 'ঘনিষ্ঠ' অনুপকে। তবে প্রথম দিন সিবিআই দপ্তরে ঢোকার সময় সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে দৌড় দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এবার রবিবার ফের তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় সিবিআইড-এর তরফ থেকে।

সিবিআইয়ের এই তলব পেয়ে রবিবার ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই দপ্তরে হাজিরা দেন অনুপ দত্ত। এদিন ফের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একইসঙ্গে তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়। সূত্রের খবর, পলিগ্রাফ পরীক্ষায় বেশ কিছু জায়গায় অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, তাই রবিবার ফের তলব করা হয় তাঁকে।

এর আগে প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করিয়েছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। তিনি ছাড়া আরজি কর-কাণ্ডে আরও ছ'জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করিয়েছে সিবিআই। সিজিও দপ্তরেই হয়েছে তাঁদের পলিগ্রাফ পরীক্ষা। সেই তালিকায় রয়েছেন হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, ধৃত 'ঘনিষ্ঠ' এক সিভিক ভলান্টিয়ার এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চার পড়ুয়া চিকিৎসক এবং অনুপ দত্ত।

আদালতে সিবিআই জানিয়েছিল, তদন্তের স্বার্থে সন্দীপদের বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, কয়েক জন নিজেদের বয়ান বার বার বদল করেছেন। তাতে তদন্তের ক্ষতি হচ্ছে। তাই সত্য জানতে সন্দীপ-সহ সাত জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করাতে চেয়ে আবেদন করে সিবিআই। আদালত গত শুক্রবার সাত জনেরই পলিগ্রাফ পরীক্ষার অনুমতি দেয়। এবার সেই পলিগ্রাফ টেস্টের ফল ধরে অনুপ দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে সিবিআই।

নর্থ সাবার্বান হাসপাতালে মত্ত অবস্থায় তাণ্ডব নিরাপত্তারক্ষীদের, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিরাপত্তারক্ষীদের তাণ্ডবে আতঙ্কিত উত্তর কলকাতার নর্থ সাবার্বান হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সরা। মত্ত অবস্থায় ডাক্তারদের দরজায় লাথি মারা থেকে শুরু করে নানা তাণ্ডবের অভিযোগ উঠছে। এই ঘটনায় নর্থ সাবাবার্নের দুই নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত দুই নিরাপত্তারক্ষীর নাম ধর্মেন্দ্রপ্রসাদ ও সৌরভ দে। আগেও একাধিকবার এই দুই নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, শনিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও একাধিকবার অভিযোগ উঠলে স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়। তবে শনিবার রাতের ওই ঘটনায় ভয় পেয়ে যান ডাক্তার, নার্সরা। তাঁরা দ্রুত কাশীপুর থানায় খবর দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। হাসপাতালের তরফে সুপার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, একাধিকবার স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েও কাজ হয়নি। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকেও জানানো হয়েছিল।

চিকিৎসকদের আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টার অভিযোগ ডাক্তার অভীক দে-র বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কাঠগড়ায় ডাক্তার অভীক দে। ফেল করানো, হস্টেল ছাড়া করার অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আরজি কর নিয়ে চিকিৎসকদের আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠছে এই অভীক দে'র বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, অভীক দে-র নাম উঠে আসে আরজি কর কাণ্ডে এক ভিডিও হাতে আসার পর। যেখানে এক ব্যক্তিতে দেখা গিয়েছিল লাল জামা পড়ে উপস্থিত থাকতে। ওই লাল জামা পরিহিত ব্যক্তির খোঁজ শুরু করতেই সামনে আসে অভীক দে-র নাম। এরপরই এই অভীক দে-কে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবি করা হয়। এদিকে আইএমএ পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফ থেকে এবার পাল্টা দাবি করা হচ্ছে, ইনি পিজির ডাক্তার। তাহলে এখানে তিনি কী করে এলেন? সেই প্রশ্নগুলি যখন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে তখন এই অভীক দে'র বিরুদ্ধেই শনিবার রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা বিক্ষোভ দেখান। তাঁর কুশপুত্তলিকা তৈরি করে তাতে ঘুঁটের মালা পরানো হয়। সঙ্গে দাবি করা হয় থ্রেট কালচার চলবে না বলে।

হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির বিষয়েও এবার একযোগে সন্দীপের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে সিবিআই ও ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তের পাশাপাশি হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির বিষয়েও এবার একযোগে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই ও ইডি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তভার ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে সিবিআই। ওই মামলার নথিপত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকারের সদ্যগঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তদন্তে যোগ দিয়েছে ইডি। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি মামলায় নানা তথ্য খুঁজছে সিবিআই।

এদিকে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টেজ বা বর্জ্য নিয়ম বর্হিভূত ভাবে বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সাহায্য চাওয়া হয়েছে বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস অথারাইসডের। কী পদ্ধতিতে সরকারি হাসপাতালগুলিতে বায়ো মেডিক্যাল বর্জ্য সংরক্ষণ ও নষ্ট করা হয় বা এগুলো কোথাও বিক্রি করা হয় কি না তা জানতে চায় কেন্দ্রীয় এই দুই তদন্তকারী সংস্থা। একইসঙ্গে তারা এও জানতে চাইছে, এগুলো বিক্রি করা হলে কী কী পদ্ধতি মানা হয় বা সরকারি গাইড লাইন-ই বা কী আছে এ ব্যাপারে। একইসঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে, সরকারি গাইড লাইন মানা হয়েছিল কি না।

এদিকে সূত্রে খবর, শনিবার রাতেই বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস অথারাইসডের এক আধিকারিক সিবিআই দপ্তরে এসেছিলেন। সিবিআই সূত্রে খবর, আরজি কর হাসপাতালের বায়ো মেডিক্যাল বর্জ্য নিয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই। নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দুর্নীতি দমন শাখা ওই এফআইআর দায়ের করেছে। আরজি কর হাসপাতাল এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, দু'জনের বিরুদ্ধেই হয়েছে এফআইআর। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এবার কি আরও বিপাকে পড়তে চলেছেন সন্দীপ, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন সন্দীপ ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় বশিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফ থেকে ফের তলব করা হল সন্দীপ ঘনিষ্ঠ আরজি করের প্রাক্তন এমএসভিপি সঞ্জয় বশিষ্ঠকে। এই নিয়ে দু'বার সিবিআই দপ্তরে আরজি করের প্রাক্তন এমএসভিপি সঞ্জয় বশিষ্ঠ। সিবিআই সূত্রে খবর, রবিবার সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন তিনি। ইতিমধ্যেই তিনি হাজিরা দিয়েছে। এর আগে প্রাক্তন এমএসভিপির দু'টি বাড়িতেই সিবিআই আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছু তথ্য প্রমাণ ও আগের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে উঠে আসা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফের তলব করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

> **এই নিয়ে দু'বার সিবিআই দপ্তরে আরজি করের প্রাক্তন এমএসভিপি সঞ্জয় বশিষ্ঠ। সিবিআই সূত্রে খবর, রবিবার সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন তিনি। ইতিমধ্যেই তিনি হাজিরা দিয়েছে। এর আগে প্রাক্তন এমএসভিপির দু'টি বাড়িতেই সিবিআই আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছু তথ্য প্রমাণ ও আগের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে উঠে আসা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফের তলব করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।**

আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি স্টেট ভিজিল্যান্স কমিশনে অভিযোগ করেছিলেন সন্দীপ ঘোষ, ফরেন্সিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ দেবাশিস সোম ও আরজি করের প্রাক্তন এমএসভিপি সঞ্জয় বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে। বারবার আরজি করে টেন্ডার সহ যে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ আখ তার আলি করেছিলেন সেখানে নাম ছিল এই সঞ্জয়ের। তার ভিত্তিতেই প্রাক্তন এমএসভিপিকে তলব করেন গোয়েন্দারা। এই দুর্নীতিতে সন্দীপের ভূমিকা কী, আদৌ তিনি জানেন কি না সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার (২৬ অগস্ট) সকালে একসঙ্গে ১৫ জায়গায় হানা দিয়েছিল সিবিআই টিম। সঞ্জয় বশিষ্ঠের বাড়িতেও সে সময় তল্লাশি চালায় সিবিআই। সন্দীপ ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবেও পরিচিত এই সঞ্জয় দুর্নীতিতে তিনিও জড়িত কিনা, তা তদন্ত করে দেখতেই একাধিকবার তলব বলে খবর।

গত দু'বছরে আরজি কর হাসপাতালে অস্বাভাবিক মৃত্যুর তথ্য চাইল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেহ লোপাটের তদন্তে নেমেই গত দু'বছরে আরজি কর হাসপাতালে কতগুলি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা জানতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠাল সিবিআই। সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল হিসাবে আরজি কর অন্যতম। কলকাতা বা জেলা থেকে অনেক রোগী যাঁরা পথ দুর্ঘটনা, গুলিবিদ্ধ বা উপর থেকে পড়ে যাওয়া মতো ঘটনায় আসেন হাসপাতালে। কারও-কারও মৃত্যু হয় এই হাসপাতালেই। এই ধরনের রোগীর মৃত্যু হলে হাসপাতালের মর্গেই ময়নাতদন্ত হয়। ফলে আরজি কর কর্তৃপক্ষ কাছে সেই সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকার কথা। সেই সঙ্গে ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরে কত দেহ চিহ্নিত হয়ে পরিবারের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে, এবং কত দেহ শনাক্তকরণ না হয়ে মর্গে থেকে গিয়েছে সেই তালিকা এবার চেয়ে পাঠালেন সিবিআই আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি শনাক্ত হয়নি এমন দেহ কতদিন পরে দাহ করা হয়েছে এবং তা কার নির্দেশেই বা দাহ করা হয়েছে এমন তথ্যও চেয়ে পাঠাল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। একই সঙ্গে শনাক্ত হয়নি এমন দেহ দাহ করার আগে নিয়ম অনুযায়ী, পোশাক, জুতো এবং ডিএনএ স্যাম্পল সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না জানতে চেয়েছেন গোয়েন্দারা। অর্থাৎ, এই তথ্য থেকে গোয়েন্দা আধিকারিকরা বুঝতে চাইছেন অশনাক্ত কোনও দেহ লোপাট হয়েছে কি না সে ব্যাপারে। আর এই তথ্য হাতে পেলে তদন্তে আরও সুবিধা হবে বলেই মনে করছে সিবিআই।

কুণালের পোস্টে বিরাট অস্বস্তিতে শাসক শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোশ্যাল মাধ্যমে ফের প্রশাসনের একাংশকে নিশানা করে একটি পোস্ট করতে দেখা যায় কুণাল ঘোষকে। সোশ্যাল মিডিয়ার ওই পোস্টে কুণাল লেখেন, 'প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপকে মানুষ ভুল বুঝেছেন, সেখান থেকে বিরক্তি, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। তাই নাগরিকদের পথে নামতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপে এই পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্বও সরকারের।' সঙ্গে এ প্রশ্নও তুলেছেন, 'প্রশাসন এমন কোনও কাজ করবে কেন যে অবস্থা সামলাতে শাসকদলকেও বিচার চাই বলে কর্মসূচি নিতে হবে? তাও দলের সবাই সমানভাবে নামেন না।' কুণালের এই পোস্ট নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

প্রসঙ্গত, আরজি করে তিলোত্তমা খুন-ধর্ষণের ঘটনার পর যে গোটা ঘাসফুল শিবিরে আড়াআড়ি বিভাজন দেখা যাচ্ছে তা বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের এক বড় অংশ। এক শিবিরের দাবি, প্রশাসনের কিছু ভুল পদক্ষেপের কারণেই দিনে দিনে বাড়ছে জনরোষ। এবার কুণালের নতুন পোস্ট দেখে অনেকেই মনে করছেন শাসকদলের সমালোচনা তৃণমূলেরই যাঁরা করছেন সেই শিবিরেই রয়েছেন কুণাল। কারণ, এর আগেও দেখা গেছে, তদন্তে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দলকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন সুখেন্দ শেখর রায়ের মতো সাংসদরাও। এরপর তাঁকে তলবও করা হয় লালবাজার থেকে। এদিকে শুরু থেকেই আরজি করের নানা ইস্যুতে একের পর এক পোস্ট করে গিয়েছেন কুণাল। রাজনৈতিক মহল থেকে সেলিব্রিটিদের 'দায়-দায়িত্বের' কথাও মনে করাতে গিয়ে জড়িয়েছেন বিতর্কে।

কুণালের গলায় আত্মসমালোচনার সুর শোনা গেলেও খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলছেন, 'কুণাল ঘোষও কী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছেন? উনি তো নিজে বলছেন শাসক দল এমন কাজ বারবার করবে কেন! আসলে কুণাল ঘোষের মতো লোকেরা কখন কাকে খোঁচা দেয়, কখন কাকে চুমু খায় তা বোঝা বড় দায়। অর্থাৎ একে নিয়ে কথা বলাই মুশকিল।'

রাজ্যের দুই জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার এসটিএফ-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের দুটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গোপন সূত্রে খবর মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ও বিধাননগরে তল্লাশি চালিয়ে তাজা কার্তুজও উদ্ধার করে এসটিএফ। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় দুটি জায়গা থেকে ৩ জনকে গ্রেপ্তারও করেছে এসটিএফ।

বেআইনি অস্ত্র পাচারের খবর পেয়ে শনিবার রাতে বহরমপুরের মানকারা এলাকায় হানা দেয় এসটিএফ। দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করে। ধৃতদের নাম আহাদ আলি মালিক এবং ইয়াকুব শেখ। দু'জনেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে একটা ৯ এমএম সেমি অটোমেটিক পিস্তল, ৫টি দেশীয় ওয়ান শটার পিস্তল এবং ৪ রাউন্ড তাজা কার্তুজ মিলেছে বলে জানানো হয়েছে এসটিএফ-এর তরফ থেকে।

এদিকে সূত্রে খবর, ধৃত আহাদ আলি ভিনরাজ্য থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র কিনে এনেছিলেন। তারপর ইয়াকুব শেখকে তা দেন। ইয়াকুব শেখ আন্ত ন্সংরাজ্য অস্ত্র পাচারচক্রের কিংপিন। অস্ত্রগুলি ইয়াকুবের হাতে তুলে দিতে মোটরবাইকে চেপে এসেছিলেন আহাদ আলি। সেই মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। সূত্রে এ খ বরও মিলছে, অস্ত্র আইনে ধৃতদের বিরুদ্ধে বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অন্যদিকে, এসটিএফের আরেকটি দল শনিবার সন্ধ্যায় বিধাননগরের চিংড়িহাটার খ ালপোলের কাছে তল্লাশি অভিযান চালায়। এসটিএফের কাছে খবর ছিল, ওই এলাকায় অস্ত্র পাচারের জন্য জমায়েত হবে কয়েকজন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর এক সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এসটিএফ আধিকারিকরা। তাঁর কাছে থাকা ব্যাগ পরীক্ষা করা হয়। ব্যাগ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বছর বাষট্টির ওই ব্যক্তির বাড়ি নদিয়ার ধানতলায়। সবমিলিয়ে দুই জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। উদ্ধার হয়েছে ২৯ রাউন্ড তাজা কার্তুজ।

পুলিশদের কাজের সম্মান জানাতে ব্যারাকপুর লাটবাগানে পালিত 'পুলিশ দিবস'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: করোনা মোকাবিলায় পুলিশের সদর্থক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং সম্মান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১ সেপ্টেম্বর দিনটিকে পুলিশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মেনে ২০২১ সাল থেকে রাজ্যে পুলিশ দিবস পালন করা হচ্ছে। রবিবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে লাটবাগান এসএসএফ ব্যাটেলিয়নের মাঠে পালিত হল পুলিশ দিবস। এদিন পুলিশ দিবসের অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া, ডিসি হেড কোয়ার্টার অতুল বিশ্বনাথন, ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝাঁ, ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস-সহ কমিশনারেটের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তারা। পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এদিন পুলিশ দিবস পালন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নগরপাল অলোক রাজোরিয়া। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নগরপাল কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কমিশনারেটে ৮৫ জন পুলিশ কর্মীকে শংসাপত্র প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে নগরপাল আলোক রাজোরিয়া বলেন, পুলিশদের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। পুলিশকে আরও আপগ্রেড হয়ে এগোতে হবে। নগরপাল আরও বলেন, এখনও তারা বেশিরভাগ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। তাই এবারের যুদ্ধটা হচ্ছে মানুষের আস্থা অর্জনের যুদ্ধ। পুলিশ ভালো কাজ করছে। সেটাও মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

সম্পাদকীয়

এপার বাংলায় শিকড়ের টানে আমরা উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ নিয়ে

মৌলবাদের অপশক্তি আমাদের দেশেরও চরম ক্ষতি করতে পারে, তা সে কেন্দ্রের দলের হিন্দু মৌলবাদ হোক, বা রাজ্যের দলের ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ইসলামি মৌলবাদের ভয়াবহতাকে মেনে নেওয়া হোক। বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বা এখনকার শেখ হাসিনার সরকারের পতনে তাদেরই মুখ্য ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আরও কিছু মৌলবাদী শক্তি, সঙ্গে কিছু স্বার্থপর মানুষ যারা সে দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের তাড়িয়ে সম্পত্তি দখল করতে চায়, এরা বরাবরই সক্রিয় ছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দেশবাসীর স্বাধীন হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এরা 'রাজাকার' নামে গোষ্ঠী তৈরি করে পাকিস্তানি সেনাকে দেশের মানুষ খুন করতে সাহায্য করে। ১৯৭৫-এ বিএনপি মদতে পুষ্ট সেনা অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের লোকেদের হত্যার ভয়াবহতার কথা লিখেছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে সেনা তত্ত্বাবধানে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বতী সরকার চলাকালীনও যে ভাবে পুলিশ খুন, শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙচুর, বেগম রোকেয়ার ছবিকে কালিমালিপ্ত করে নোংরা ভাষা লিখে দেওয়া, শতাব্দীপ্রাচীন লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া, ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি চুরমার করা, আরও অনেক ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগ করা, সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া ও তাদের ঘরদুয়ার ভেঙে ফেলে লুটপাট চালানো ইত্যাদি অবাধে ঘটছে বলে অভিযোগ উঠছে, তখন ভয় হয় দেশটা তালিবান-শাসিত আফগানিস্তানের মতো হয়ে যাবে না তো? তবুও ভরসা করি ওই নবীন প্রজন্মের ছাত্রদের উপরে, যারা কালিগুলো ধুয়ে ফেলছে, হাতে হাত রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। সংখ্যালঘু হিন্দুরাও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, হাজারে হাজারে জমায়েত করছে, আওয়াজ তুলছে দেশটা তাদেরও জন্মভূমি। এ-পার বাংলায় শিকড়ের টানে আমরা উদ্বিগ্ন হই, ওখানেই আমাদের পিতা-পিতামহের চরণধূলি ছিল। বর্তমান ইন্টারনেট-এর যুগে সমাজমাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক মুক্তমনা, শুভমনস্ক মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। তাঁরা আশ্বাস দেন যে, তাঁদের বাংলাদেশ কখনও গোঁড়া ইসলামপন্থীদের কবলে যাবে না।

শব্দবাণ-৩২

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. অত্যন্ত বোকা ৩. ইয়ারকি, ফাজলামি ৬. জ্যামিতি ৭.কচি ডালিম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গোপনে ২. নিয়ম অনুসারী ৪. মস্যাধার ও মসি ৫. প্রশ্ন।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১

পাশাপাশি: ১. জ্যোতিষী ২. ছোবল ৫. গণিত ৮. টিফিন ৯. নেপথ্য।

উপর-নীচ: ১. জ্যোৎস্না ৩. লগুড় ৪. ফাণিত ৬. ধূর্জটি ৭. অপথ্য।

জন্মদিন

আজকের দিন

স্বরূপানন্দ সরস্বতী

১৯২৪ বিশিষ্ট ধর্মগুরু স্বরূপানন্দ সরস্বতীর জন্মদিন।
১৯৭২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনত্রী সোনমের জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইশান্ত শর্মার জন্মদিন।

তোমার মেয়েও শিকার হবে সমাজ তুমি আর জাগবে কবে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আমি পুরুষ, আমি লজ্জিত। আমাকে লজ্জা দেয় আমার সমাজ। কি ঘটনায় না ঘটলো আর জি করে! একটা মেধাবী মহিলা ডাক্তারকে কিভাবে ধর্ষণ করে খুন এবং সম্ভবত আবারও ধর্ষণ। কোন সমাজে বাড়ছি আমরা? বাস্তায় রাস্তায় স্লোগান তোমার মেয়েও শিকার হবে/ সমাজ তুমি জাগবে কবে? সত্যিই তো তাই! কিভাবে বাঁচবো আমরা? কোথায় আছি আমরা! কিভাবে একটা পশুর থেকেও অধম অত্যাচারের ঘটনা ঘটলো!হ্যাঁ, ঘটলো যেখানে সেটা আমার শহর, আমাদের ফ্রেন্ডলী শহর — কলকাতায়! কিভাবেই বা আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করবো! আর তো কিছু বলার নেই। আমরা নিশ্চুপ! আমরা কি করে, কিভাবে এত বড়ো ঘটনার জন্য আপসোস করবো! আমাদের আফসোস করার ভাষা হারিয়ে গেছে। আমরা সব মূক ও বধির হয়ে গেছি। আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা কেমন আদিম। আমাদের ভাষা হারিয়ে গেছে। আমরা সবাই স্তম্ভিত আমরা মানুষ বলে! কোনো না কোনোখানে আমরা যে কি ভীষণ হিংস্র তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেলো। হ্যাঁ, সুযোগ পেলেই ভীষণ হিংস্র। জন্তু থেকেও। আরো একবার প্রমাণ হয়ে গেলো সম্পর্ক বলে এ সমাজে কিছু নেই। কারণ এই ঘটনায় মেয়েটা ছিল নাকি প্রতিবাদী। রবি ঠাকুরের সেই উক্তি আজও বেশ সজোরে শোনা গেলো — কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিল সে আসলে মরে নাই। এক্ষেত্রেও তাই। দিকে দিকে জাস্টিসের দাবি এটাই প্রমাণ করে যে প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়, প্রতিবাদের নয়।

৯ই আগস্ট, ২০২৪ বেশি রাতে বন্ধুদের সাথে বসে তিলোত্তমার শেষ খাবার খাওয়া। জানত না সেই অল্পবয়সী অভয়া এরপর তার সাথে আর কি হতে চলেছে। সেই ভয়াঙ্কর রাত, সেই শেষ রাত। বাবা মায়ের আর্তনাদ ফোনের অপর প্রান্তে তার কন্যার অসুস্থ্যতার খবরে। হাসপাতালে গিয়ে জানা গেলো অন্য অনেক খবর। তারপর অনেক তড়িঘড়ি। যার উত্তর গিয়ে মেশে সব শেষ। মানে, কন্যা অনেক আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে। নির্মমভাবে। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বেয়ে গেছে। একটা নির্মম ঘটনার জের আছড়ে পড়লো গোটা শহরে, গোটা রাজ্যে, গোটা দেশে, গোটা পৃথিবীতে। এমনভাবে পড়লো যে প্রতিবাদের ভাষা বিচার না অবধি যেন থামতেই চাইছে না। এটা হওয়ারই কথা। চললো মোমবাতি মিছিল। মহিলাদের রাত দখল চারিদিকে হৈ চৈ। সমাজ তুমি বিচার করো/ তোমার মেয়েও হচ্ছে বড়ো। সত্যি তো তাই? আমি হলপ করে বলতে পারি যাদের যাদের কন্যা সন্তান আছে তারা খুব চিন্তায় পড়েছেন। মনে মনে ভাবছেন আমারও...। পরেই মনকে সামলে বলছেন কি হাবিজাবি ভাবছি। আর যাদের পুত্র সন্তান আছে তারা ভাবছেন আমার ছেলেও কি তবে...! এখানে গিয়ে আমাদের থামতেই হচ্ছে। মানে আমরা জোর করে থামছি। মানে একটা ঘটনা নাড়িয়ে দিল আমাদের সবাইকে। আমরা কিছুতেই যেনো এই ট্রমা থেকে বের হতে পারছি না। অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই...। না কিছুতেই আর পারছি না। এই ঘটনা আমাদের বিবেক জাগ্রত করেছে।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল ঘটনা কোনো একজন ঘটিয়েছে। কিন্তু দিন যত এগিয়েছে মানে তদন্ত যত গতি পেয়েছে ততই জানা গেছে একজন নয়, আছে বহুজন। এখন আর পুলিশ তদন্তের দায়িত্বে নেই। গেছে সিবিআই এর হাতে। মানে শেষ ভরসা তদন্তের। এটা মানুষের বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। জানি না তাই হচ্ছে কিনা। তবে এই ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে বিবেককে। এমন এক বিভৎস অমানুষিক বর্বরোচিত ঘটনায় মনের মধ্যেই কুৎসিত আন্দোলিত হয়েছি আমরা সবাই। তাই সবাই অভয়ার হয়ে জাস্টিস চাইছে। আপামর জনসাধারণ বলছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। বলছে, 'তোমার স্বর আমার স্বর জাস্টিস ফর আর জী কর'। কেউ বাদ নেই এই প্রতিবাদে। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই অসৎ বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে। বিভিন্ন শৈলীতে প্রতিবাদ হয়েছে এবং হচ্ছেও। কোনো রাজনীতির রঙ এখানে বড় কথা নয়। এখানে মনুষ্যের মানবিকতার অস্তিত্বের কথাই হয়ে উঠেছে বড়। আমি তদন্তের কথা কার দোষ, কে দোষী নয় সে কথাতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি এই নির্মমতা আসার কথা নিয়ে। কবে আমাদের হুঁশ ফিরবে? কবে আমাদের ঘুম ভাঙবে? কে আমাদের সেই কাজ করাবে? কত ভালো স্কুল, কত ভালো কলেজ, কত ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, কত ভালো মাস্টার, কত ভালো পরিবেশ, কত ভালো মা বাবা পেলে আমরা সভ্য হবো। আমরা যত ভালো লেখাপড়াই জানি না কেন আমরা আসলে কতটা আদিম বর্বর তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেলো। এখন এই মৃত্যুর পেছনে ডাক্তারের যা আলোচনা হচ্ছে — শেষে ডাক্তারও! ভাবা যায়! জানি না বাবা... ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যেদিন সিভিক পুলিশ ঘোষিত ভাবে ধরা পড়েছিল সেদিন রে রে করে তেড়ে এসেছিল সবাই। কারণ সে তো নাকি ঘোষিত মদ্য মাতাল, আর তদন্ত যত এগোচ্ছে জানা যাচ্ছে যে সেদিন সেই কাদম্বিনীর শেষ খাবার রাতে নাকি বন্ধুরাও মাদকাসিক্ত ছিল। তবে?

দিকে দিকে প্রতিবাদ। ডাক্তারদেরও বিরাট প্রতিবাদ। না কিছুতেই থামছে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো সেই ঘটনায় সঞ্জয় রাই বলে একজন সিভিক গ্রেফতার হয়েছে। সন্দীপ ঘোষ বলে একজন প্রিন্সিপাল ঘটনায় জড়িয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এখনও সন্দেহভাজনের তালিকায় যে চার/পাঁচ জন ডাক্তার জড়িয়ে তাদের নাম আর পাওয়া যাচ্ছে না। পলিগ্রাফ নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে। এদের সবাইকে ওই টেস্ট করা চলছে। আর সন্দীপ ঘোষের ব্যাপারটি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রোজই তাকে ডাকা চলছে সিজিও কমপ্লেক্সে। সকালে ডেকে রাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে চা, জলখাবার, লাঞ্চ শেষে ডিনার সেরে বেলেঘাটার বাড়ি। সদ্য আইএমএ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হলো। অন্য দিকে দিকে দিকে প্রতিবাদ হচ্ছে। যার আঁচ নবান্ন দখল, দিদির মসনদ ছাড়া, পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধ, ঘাত প্রতিঘাত, পুলিশের জখম হওয়া থেকে তাদের বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ সবকিছু হলো। কিন্তু দোষী কোথায়? তার শাস্তি, তার বিচার মানে সেই জাস্টিস কবে হবে? নাকি কামদুনি, হাঁসখালি, আনিস খান কান্ড-সহ বহু ঘটনার মত বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে। কে জানে!

আমরা সেটা কেউ চাই না। তারিখের পর তারিখ হয়ে কোনো ঘটনাকে জিইয়ে রাখার কোনো মানে নেই। চরম আইন করে এর কঠোরতম শাস্তির দরকার। কোনো আবেগ এখানে কাজ করবে না। আমরা যেনো পূর্বের কোনো এক ধনঞ্জয়ের কথা না ভুলে যাই। মহিলা ডাক্তারের ঘটনার পর আমরা দেখেছি আরো অনেক একই ঘটনা এ রাজ্যে ঘটে চলেছে। এটা কখনই কাম্য নয়। এক্ষেত্রে যারা ভিন রাজ্যের ঘটনার কথা বলে এই ঘটনাকে খাটো বা কম বা ক্ষুদ্র বলে চালাতে চাইছেন তাদের মতামত কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়। বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে এখন এই ঘটনায় জাস্টিস এ নতুন রাজনীতির রঙ লেগেছে। ছাত্র উস্কে তার ভরপুর ফায়দা নেওয়া হচ্ছে। পাশের দেশ বাংলাদেশে ঘটে গেলো যে ছাত্র আন্দোলনের তকমায় এক মারাত্মক পরিস্থিতি সেই প্রতিফলন তো আমরা এখানে কেউ চাই না। আমরা চাইছি অপরাধের দমন অপরাধী' র নয়। আপনার আমার বিবেক কি বলছে? আমরা কবে মানবিক হবো? আমরা কবে সম্পর্ককে বুঝতে শিখবো? আমরা কবে সংবেদনশীল হব? আমরা কবে কথায় নয়, কাজে সব স্বাভাবিক করবো? সমাজের কাছে প্রশ্ন এই ছুঁড়ে দিলাম। সেই সমাজের প্রতিনিধি মানুষ তার উত্তর দেবে তো? জানবেন প্লিজ।

মতামত: একান্ত ব্যাক্তিগত
লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ধর্ষণ সামাজিক সর্বস্তরে বিকৃত মানসিক ব্যাধিতে রূপ নিচ্ছে

শুভজিৎ বসাক

ভারতের বিভিন্ন নামী ও অনামী অনেক হাসপাতালের পাশে মন্দির থাকে। থাকে এই বিশ্বাসে যে ডাক্তারি পঠনপাঠন শুরুতে ঈশ্বরের নামেই শপথবাক্য পাঠ করতে হয়। অর্থাৎ এটা তাদের মনে বসে যায় যে সব ক্ষমতা ডাক্তারের হাতে থাকে না, কিছু আদিদৈবিক পদ্ধতিও এতে ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন এবং আছেন যাঁরা আজও যেকোনও চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করার আগে দিনের প্রথমে বেশ কিছুটা সময় একান্তে ঈশ্বর স্মরণে কাটান। অর্থাৎ পৃথিবীতে ঈশ্বর মানে ডাক্তার এটাই সত্যি নয়, তার ওপরেও কোনও এক অদৃশ্য শক্তি ক্ষমতাশীল রয়েছে। এই কথা শুধুই একটি পেশার দিক দিয়ে খাটে না, এর বিস্তার সমগ্র সমাজে, সমগ্র পরিসরে।

বিভিন্ন সমীক্ষামতে, এই দেশে প্রতি ১৫ মিনিটে একজন করে মেয়ে ধর্ষিতা হয় অর্থাৎ একঘন্টায় চারজন মেয়ে ধর্ষিতা হয়। সারাদিনে ৯৬ জন এবং সারা মাসে ২৮৮০ জন এবং সারা বছরে ৩৫০৪০ জন মেয়ের সম্মান নষ্ট করা হয় বা করানো হয়। চমকে দেওয়ার মতো তথ্য হল এদের মধ্যে ৮০% মেয়ে থাকে ৮ বা তার কম থেকে ২৪ বছর বয়সী এবং ২০% থাকে ২৫-৬৫ বছরের মহিলা। তথ্যটা চমকে দেওয়ার মতো হলেও এটাই সত্যি। রিপোর্ট করা হয় বা গৃহীত হয় মাত্র ০.২% রিপোর্ট। বাকি ৯৭.৮% যারা ব্রাত্য থাকে তাদের ৮৫-৯০% মহিলা মারা যায় বিভৎস ভাবে শিকার হয়ে এবং তখনই এই ধর্ষণের রিপোর্ট সামনে আসে। এতো গেল বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট। কাজে, রাস্তাঘাটে, বিভিন্ন পরিসরে মহিলারা যৌন লালসার শিকার হয় বা বাধ্য করা হয়। সেই সংখ্যাটা যদি ধরা হয় তাহলে বছরের সরকারি সংখ্যাটা আরও বেশি হবে। ১৪০ কোটির দেশে এই সংখ্যাটা তখনই হইচই ফেলে যখন তা নিয়ে রীতিমত শোরগোল পড়ে বা প্রকাশ্য হয়।

এক অদ্ভুত অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দেশ চলছে। করোনা পরিস্থিতির পরে সেই পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়েছে। করোনা মুহূর্তে মানুষ বেশির ভাগ সময়টাই ঘরে কাটিয়েছে। একাকিত্ব, উদাসীনতা, একঘেঁয়েমি মানুষকে গ্রাস করেছে। সহজলভ্য হওয়ায় নেটের পূর্ণ সুবিধা নিয়েছে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে। অবাক করা বিষয় হল, এই সময়ে পর্ণ ভিডিও দেখার হিড়িক পড়েছিল সর্বকালীন বেশি। প্রতিদিন বিশ্বে প্রায় ৬৫% শতাংশ মানুষ এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে যে সংখ্যা করোনা পরিস্থিতির আগে ছিল মাত্র ২২% অর্থাৎ এক ধাক্কায় প্রায় ৪৩% বৃদ্ধি পাওয়া সেটা সেই মুহূর্তে পাত্তা দেওয়া হয়নি। এই সময়ে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবার মধ্যে পছন্দমাফিক সেক্স টয় বিক্রির চাহিদা অত্যাশ্চর্যক ভাবে বৃদ্ধি পায়, শুধু ভারতেই এর পসার বৃদ্ধি পায় একলাফে ২৮% যা আগে ছিল মাত্র ৭%। শুধু তাই নয়, অত্যাশ্চর্যভাবে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আস্তে আস্তে যৌন উন্মাদনার তাড়নায় পর্ণ সাইটে তাদেরও প্রবেশ ঘটছে এবং বয়সানুক্রমে এর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রচ্ছন্নে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একইসাথে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা বয়সীদের মধ্যে যৌন আবেদনপূর্ণ বিভিন্ন রকম ছোট, মাঝারি ভিডিও বানানোর হিড়িক পড়েছে যার মাধ্যমে অর্থোপার্জনের এক উন্মাদনা তাদের পেয়ে বসেছে যা সমাজমধ্যমে কুফল বিস্তার করছে। দীর্ঘদিন এই ক্ষতিকর প্রভাব আজও মাথা ও মন দুই থেকে সরাতে পারেনি মানুষ, এরফলে প্রবল বিকৃত যৌনইচ্ছা মানসিক ব্যাধিতে রূপ নিয়ে ফেলছে। এই বিষয়ে একটি তথ্য, করোনা পরিস্থিতিতে ধর্ষণ, বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে, যৌন মিলন মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে তথ্য সরকারি হিসাবে অনেকটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে। এইসময়ে ১৪-১৬ বছরের মেয়েদের বিয়ের হিড়িক পড়ে যায়, কোথাও পালিয়ে আবার কোথাও জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। এই তথ্য খবরের কাগজে পাওয়া যায় যখন কোভিডের পরে স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হয় সেইসময়ে অনেক নাবালিকা বা সবেমাত্র সাবালিকা হওয়া মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে পরীক্ষায় বসে। অতএব তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন যেখানে যৌন লালসার বীজ ছড়ানোর চেষ্টা চলছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক যাকে দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহ্য করা হয়নি।

মানুষের মনের মধ্যে এখন লালিত হচ্ছে যৌন ক্ষুধার হিংস্র পশু যে শুধুই শরীর চেনে আর কিছুই নয়। শুরুতে হাসপাতালের বাইরে মন্দিরের কথা যেটা আলোচিত হল তথ্য প্রকাশের মাঝে সেটা অপ্রাসঙ্গিক করলে হয় না কারণ যেখানে চিকিৎসকেরা মনে করেন সবকিছু তাদের হাতে নেই, তাহলে এটা কি সেক্ষেত্রে খাটে না যখন কোনও মেয়ে যৌন লালসার শিকার হয়ে বর্বর ভাবে মারা যায় তারজন্য সেই ঈশ্বর কোনও শাস্তি বিধান করে রাখেন না? কত গল্পে তো পড়া হয় এমনকি ঘটনাতেও জানা যায় যে অপ্রাকৃত মৃত্যুর পরে গরুড় পুরাণ অনুযায়ী সেই মৃতের আত্মার স্থান প্রেতলোকে হয়, যে রক্তপিপাসু, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সেই প্রেতের উদ্দেশ্যেই হয় শ্মশানকালী আরাধনা এছাড়া আরও অনেক গুপ্ত ক্রিয়া। বলাইবাহুল্য, কলকাতার অনেক মর্গেই সেই পদ্ধতি করা হয়। একমাত্র এক বিশেষ পদ্ধতিতেই অতৃপ্ত এই প্রেতেদের মুক্তি হয় যা গুহ্য। শুধু তাই নয়, মাতৃত্বকালীন বহু মহিলার মৃত্যু ঘটেছে গত আড়াই বছরে ভারতজুড়ে যে তথ্য হাড়হিম করে দেবে। মায়ের অভাবে অনাথ হয়েছে সেইসব শিশু। তাহলে এত যে মহিলা যৌন লালসা বা বিভিন্ন কারণে শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতি ও তার পরবর্তী সময়ে তাদের সেই ক্রুদ্ধ প্রেত কোনও কি শাস্তি দেয় না বর্বরদের? সবই কি গল্পকথা? গল্প তো একটা বিশ্বাসের ভিটের ওপরে গড়ে ওঠে, এক্ষেত্রেও সেই গল্পগুলো নিশ্চয়ই সব মিথ্যা হবে না।

আনন্দকথা

"চিত্ত তদগত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। 'সুধাহ্রদ' কিনা অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কউ মনে করে, বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এ-যে সুধার হ্রদ! অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে 'মৃত' বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না — অমর হয়।"

(নিষ্কামকর্ম বা কর্মযোগ ও জগতের উপকার — Sri Ramkrishna and the Europeans ieal of work)

"পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহল আর এ-সব কর্মর বেশি দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

"তুমি যে-সব কর্ম করছ, এ-সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহংকার ত্যাগ কর নিষ্কামভাবে করত পার, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নাবালিকার যৌন হেনস্থার দাবি, তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে সেটেলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: সাত বছরের নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করা এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সেই ঘটনার ধামাচাপা দিয়ে টাকার বিনিময়ে সেটেল করার অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে মধ্যমগ্রামের রাজবাড়ি এলাকা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যমগ্রামের রোহান্ডা পঞ্চায়েতের রাজবাড়ি এলাকায়।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আবদুল হাফিসের ঘনিষ্ঠ রৌপ আলির বিরুদ্ধে নাবালিকার যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। যৌন হেনস্থা ও তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ঘটনাটির ধামাচাপা দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসতেই স্থানীয় মানুষজন উত্তেজিত হয়ে ওই অভিযুক্তর বাড়ি, আত্মীয়দের দোকানপাট ভাঙচুর করতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখেই উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান শুরু হয়ে যায় গ্রামবাসীদের।

অভিযোগ, পুলিশের সামনেও ব্যাপক ভাঙচুর চালাতে থাকে স্থানীয় মানুষজন। এমনকি ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতেও ভাঙচুর চলে। পঞ্চায়েত সদস্য এই অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। সে কারণে তারা তার বাড়ি ভাঙচুর করে বলে দাবি। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্ত রৌপ আলিকে গ্রেপ্তার করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। তবে পঞ্চায়েত সসস্য আবদুল হাফিসের স্ত্রী নীলিমা বেগমের দাবি, তাঁর স্বামীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ চাপানো হচ্ছে। সিপিএমের লোকেরা পরিকল্পিত ভাবে এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়ে তাঁর স্বামীকে অপদস্থ করতে চাইছে।

মালদায় মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে এই ঘটনার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি অসুস্থ ওই যুবতীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামীণ হাসপাতালে।

পুলিশ সহ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবতীর বাবা আগেই মারা গিয়েছে। তাঁর দাদা ভিন রাজ্যে কাজ করেন। নির্যাতিতা যুবতীর মা রাতে রান্নার কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগ নিয়ে গ্রামেরই এক ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাড়িতে ফিরে তাঁর মা সমস্ত ঘটনা শুনে হবিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। রাতেই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

উল্লেখ্য, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হবিবপুর এলাকায় দু'টি ধর্ষণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হবিবপুর এলাকার বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মুর অভিযোগ, একের পর এক ঘটনা হবিবপুরে ঘটে চলেছে। পুলিশ প্রশাসন সঠিক সময় কোনও ব্যবস্থা নেয় না যার ফলে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু বলেন, মালদা জেলায় যে কটি ঘটনা ঘটেছে দ্রুত পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। এই রাজ্যে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু বিজেপিশাসিত রাজ্যে পুলিশ ব্যবস্থা নেয় না।

পুলিশ জানিয়েছে, ধর্ষণের অভিযোগে গ্রামেরই এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

দুই সাংসদের বিরুদ্ধে ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতিতে অসহযোগিতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'জলে পা ভিজিয়ে দুটো ছবি তুলে নিলাম, আর তাতেই বন্যা পরিস্থিতি দেখা হয়ে গেল, এটা কোনও কাজ না। অথচ মালদার দুই সাংসদ এমনটাই করছেন। বানভাসিদের সমস্যা শোনার সময় ওদের কাছে নেই।' রবিবার দুপুরে মানিকচক ব্লকের ভুতনি এলাকার গঙ্গায় প্লাবিত বানভাসীদের সঙ্গে দেখা করার পর সরাসরি মালদার কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের দুই সাংসদের বিরুদ্ধে এই ভাবেই কড়া সমালোচনা করেছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

এদিন মানিকচকের বানভাসীদের আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক নীতির সিঙ্ঘানিয়া, মানিকচকের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এরপর মানিকচক ব্লক অফিসে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তারপরে সাংবাদিক বৈঠকেই দক্ষিণ মালদা এবং উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস ও বিজেপি দলের দুই সাংসদের বিরুদ্ধে ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন।

সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে কাজ করার দাবি জানিয়ে আসছি। সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে ভাঙন ও বন্যা প্রতিরোধের মাস্টার প্ল্যানের ম্যাপও তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সাংসদ এব্যাপারে কোনও ভূমিকাই দেখাননি। লোকসভা ভোটের সময় এইসব এলাকায় এসে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওরা চলে গিয়েছে। এখন বন্যায় দিশেহারা মানুষ। রাজ্য সরকার পাশে রয়েছে। অথচ কেন্দ্রের এমন উদাসীনতা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

এদিন ভুতনির বিস্তীর্ণ এলাকার বন্যা পরিস্থিতির পরিদর্শনের পর মানিকচক ব্লক অফিসে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করা হয়। তার আগে বানভাসি মানুষেরা যেসব ফ্ল্যাড সেন্টারে রয়েছে সেখানে গিয়েও দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। প্রশাসনিক স্তরে বানভাসিরা ত্রাণ সামগ্রী থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাওয়ার পাচ্ছেন কিনা সেব্যাপারে খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। পরিশ্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ স্বাস্থ্য পরিষেবার ২৪ ঘণ্টার জন্য যাতে বানভাসিদের দেওয়া হয় তারও নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিনের বৈঠকের পর রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই কেন্দ্রকে বলে এসেছে মালদার মানিকচকের আপ স্কিম থেকে বৈষ্ণবনগরের ডাউন স্কিম পর্যন্ত প্রায় ১২০ কিলোমিটার গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। কেন তারা কাজ করছে না সে ব্যাপারে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয় নি। এমনকি ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে কোনও রকম অর্থ বরাদ্দ করছে না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ফান্ড থেকে মালদার ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। সেইমতো কাজ করে চলেছে সেচ দপ্তর। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানকার দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস দলের সাংসদ আবার কখনও উত্তর মালদার বিজেপি দলের সাংসদ আসছেন, বন্যার জলে পা ভেজাচ্ছেন, দুটো ছবি তুলে চলে যাচ্ছেন। বানভাসিদের সমস্যার কথা একবারও শোনার চেষ্টা করছেন না তাঁরা।'

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরও বলেন, এদিন মানিকচক ব্লকের ভুতনি থানার অন্তর্গত উত্তর চন্ডিপুর, দক্ষিণ চন্ডিপুর এবং হীরানন্দপুর এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বানভাসিদের জন্য যেসব সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, সেগুলি প্লাবিত এলাকার মানুষেরা ঠিকঠাক পাচ্ছেন কিনা তা খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু মালদার এই বন্যা ভাঙন পরিস্থিতির জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী। দীর্ঘদিন আগেই ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ মালদার গঙ্গার আপ স্কিমে ৪০ কিলোমিটার এবং ডাউন স্কিমে ৮০ কিলোমিটার ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু অজানা কারণে তারা রাতারাতি এই কাজ বন্ধ করে দেয়। গঙ্গা যেহেতু জাতীয় নদী, ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথ ভাবেই এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। কিন্তু এখানে কেন্দ্রের মোদি সরকার কোনও রকম ভাবে সহযোগিতা করছে না। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সেচ দপ্তর ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চলেছে।

মন্ত্রী বলেন, বন্যা ও ভাঙনে যেসব মানুষেরা ভিটেমাটি হারিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে, তাদেরকে নতুন করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। বিগত দিনও ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষদের পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও গবাদি পশুর খাদ্যের জোগান নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেটিও প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমাধান করে দিয়েছে। ফলে মালদার প্লাবিত এলাকার মানুষদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। কিন্তু ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ভাঙন প্রতিরোধের কাজে এগিয়ে না আসলে, আগামীতে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।

উত্তরপাড়ায় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও থাইরয়েড পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও থাইরয়েড পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল মাখলা বিড়লা মোড়ে ব্লাইন্ড স্কুলের কাছে। এই রক্তদান শিবিরে ৮০ জন রক্তদাতা রক্ত দিয়েছেন। ৪০ জনকে থাইরয়েড পরীক্ষা করানো হয় এই ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে।

এক সপ্তাহ আগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেই প্রতিযোগীদের এদিন পুরস্কার দেওয়া হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডলি ঘোষ যাদব, মানসী সিংহ, ভাইস চেয়ারম্যান খেকন মণ্ডল, সিআইসি সুব্রত মুখার্জী, সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি, কাউন্সিলর সুমিত চক্রবর্তী ,প্রাক্তন চেয়ারম্যান অদিতি কুন্ডু, কাউন্সিলর মৌসুমী বিশ্বাস, সন্দীপ দাস, অর্ণব রায় সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন।

জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল সভাপতি মানিক সিংহ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কাউন্সিলর মানসী সিংহ মানিক সিংহ উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মিতা ধর। এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতা করেন মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ।

এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা (১১৫৩৬)
২৫৫, এন. এস. সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭
ই-মেল: sbi.11536@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী ফারহা খান দাস, যিনি **এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন (০৯.০৯.২০২৪) **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী ফারহা খান দাস

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১০.৮৬০ নিট ওজন ৯.০০০	১টি বালা
২.	১০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৭.৬৩০ নিট ওজন ৭.০০০	লকেট সহ ১টি চেন
৩.	১০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১.৮৭০ নিট ওজন ১.৬০০	১টি লকেট
৪.	১০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৫.৬৫০ নিট ওজন ১৪.৫০০	৮টি কানের দুল
৫.	১০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৮.৮২০ নিট ওজন ৮.০০০	২টি পাসা

তারিখ: ০২.০৯.২০২৪
স্থান: বাঁশদ্রোণী, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur
Ref: - Succession Certificate Case No. 30 of 2023
Ankur Kumar Sen ....Petitioners

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, ৺**তপতি সেন**, পিতা – ৺জয় নারায়ন সেন @ জয় সেন, সাং - বিবিগঞ্জ বাসন্তিতলা লেন, পোঃ - মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী (মেদিনীপুর), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১, গত ইং - ২৬/০২/২০২১ তারিখে এবং ৺**কাঞ্চনা সেন**, পিতা - ৺জয় নারায়ন সেন @ জয় সেন, সাং - নজরগঞ্জ, পোঃ - নজরগঞ্জ, পোঃ - মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালী (মেদিনীপুর), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১, গত ইং - ২৪/০৮/২০২১ তারিখে পরলোক গমন করে, তাহার নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তির **Succession Certificate** পাইবার জন্য তাহার ভাইপো **অঙ্কুর কুমার সেন**, পিতা – ৺ভবানি শংকর সেন, সাং - বার্জটাউন, সি-৫১, পোঃ - (মেদিনীপুর), মেদিনীপুর, থানা কোতয়ালী জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ উক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

SCHEDULE-A
Schedule of the deceased Late Tapati Sen and Kanchan Sen:-
1) Vidyasagar Central Co-Op. Bank Ltd. Medinipur

a) No. 84315	Tapati Sen + Kanchan Sen	93,058/-
b) No. 84314	Tapati Sen + Kanchan Sen	1,35,558/-
c) No. 77529	Tapati Sen + Kanchan Sen	71,024/-
d) No. 77529	Tapati Sen + Kanchan Sen	92,518/-
e) No. 84305	Tapati Sen + Kanchan Sen	64,380/-
f) No. 84307	Tapati Sen + Kanchan Sen	62,996/-
g) No. 29657	Tapati Sen + Kanchan Sen	74,380/-
h) No. 65495	Tapati Sen + Kanchan Sen	95,557/-
i) No. 6958	Tapati Sen + Kanchan Sen	55,996/-
j) No. 5980	Tapati Sen + Kanchan Sen	1,28,666/-
k) No.123001372140	Tapati Sen + Kanchan Sen	90,509/-
	Total - Rs.	**9,64,642/-**

5) Punjab National Bank
a) Tapati Sen A/C No. 0180012572963 - 7,90,000/-
b) Do A/C No. 018001004231 2,36,000/-
c) Tapati Sen + Kanchan Sen 0180010115495 4,97,000/-
Total Rs. 15,23,000/-

6) Indian Bank (Previously Allahabad) Bank
11 fixed deposit amounting to Rs. 17,00,000/- to Rs. 20,00,000/- A/C Savings No. 21323645415

7) Vidyasagar Central Co-Op Bank Ltd.
Tapati Sen + Kanchan Sen A/C No. 971 Rs.1,25,682/-
Tapati Sen + Kanchan Sen A/C No. 20976 Rs.4,414/-
Total of Rs. 43,17,738/- + interest

অনুমত্যানুসারে
Laxman Sing
সেরেস্তাদার
Dt. : 28/08/2024
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর

তিলোত্তমার নামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরজি কর কাণ্ডে অভিনব প্রতিবাদ আরামবাগে। 'ওরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে / প্রতি নিঃশ্বাসে তুমি থাকবে।' তিলোত্তমার নামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আরামবাগে। গোটা রাজ্যজুড়ে নানা ভাবে আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ চলছে।

রবিবার গোঁসাই পরব কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও 'রম্যবীণা' প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে তিলোত্তমার জন্য বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তেঘরির শ্রীকৃষ্ণ রায় মন্দির চত্বরে শান্তিনিকেতনের বনমহৎসবের আদলে এদিন বৃক্ষরোপণ করা হয়। পালকি করে গাছকে নিয়ে গিয়ে সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। রম্যবীণার কর্ণধার সুলেখা ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে শান্তিনিকেতনের বনমহোৎসবের আদলে আরামবাগের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবছরই তারা এই অনুষ্ঠান করেন। এই বছর সারা রাজ্যের মানুষের কাছে এই সময়টা একেবারেই অন্যরকম। সারা দেশের মানুষ আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য শুধু নারীরা নয়, পুরুষরাও প্রতিদিন পথে নামছেন। সারা দেশের মানুষ বিভিন্ন আঙ্গিকে তিলোত্তমার বিচার চাইছে। তিলোত্তমা সুবিচার পাক আমরা যেমন সেটি চাইছি তার পাশাপাশি আমরা মনে করছি প্রতিটি মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাসে যেন তিলোত্তমারা অমর হয়। সেই কারণেই আমরা বলছি, তিলোত্তমা তুমি প্রতি নিঃশ্বাসে থাকবে। একথা মাথায় রেখেই তিলোত্তমার উদ্দেশে এই বৃক্ষরোপণ।'

গোঁসাই পরব কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এক সদস্যা প্রিয়াঙ্কা রায় বলেন, 'এই প্রতীকী প্রতিবাদে আমরা আরামবাগের সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছি যে তিলোত্তমাকে মনে রেখে প্রত্যেকে তার নিজের বাড়িতে বা পাশাপাশি জায়গায় একটা করে গাছ লাগান। আর সেই গাছটির নাম দিক তিলোত্তমা। ওই গাছটির মধ্য দিয়েই তিলোত্তমা আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। আমরা যেমন প্রতিবাদে সামিল হয়েছি তেমনই তিলোত্তমাকে বাঁচিয়ে রাখারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।' তেঘরির এই কর্মসূচিতে অধ্যাপক ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার, বিভাংশু দত্ত সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্র গবেষক বিভাংশু দত্ত বলেন, 'তিলোত্তমার ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। তাই তাঁর স্মরণে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে এই বৃক্ষরোপণ উৎসব।'

বিরোধীরা লাশ চাইছে কালীপদ মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: আরজি কর কাণ্ডের পর বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শ্যামপুরের বর্ষীয়ান বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল বিরোধী দলগুলি প্রতি সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, বিরোধীরা লাশ চাইছে। রবিবার ছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচির শেষ দিন। হাওড়া গ্রামীণ এলাকাতে ও বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ধরনা, মিছিল করে আরজি কর কাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে।

এদিন হাওড়ার বাগনানে বড়সড় মিছিল করে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। শ্যামপুরের গুজারপুর ও বারগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মিছিল ও অবস্থান করেন। এদিন বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'বিরোধীরা লাশ চাইছে। যে ভাবে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে বিরোধীদলগুলি পিছনে ছিল তাতে লাশ পড়তে পারত। কিন্তু পুলিশ নিজে সংযত থেকে, মার খেয়ে চক্রান্ত বন্ধ করেছে।' এদিন উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নন্দেবাসী জানা, জুলফিকার মোল্লা, মন্দিরা মণ্ডল প্রমুখ।

ফুটবল কোচিং সেন্টার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার ১ সেপ্টেম্বর বাংলার নামকরা ফুটবলার শৈলেন মান্নার জন্মদিবস। তাই এই শুভদিনে পানাগড় বাজারের একটি ক্লাবের ফুটবল ময়দানে শুরু হল ফুটবল কোচিং সেন্টার। পানাগড়ের বাসিন্দা তথা ফুটবলার তথা কোচিং সেন্টারের কর্ণধার রাজীব শুক্লার উদ্যোগে এই ফুটবল কোচিং সেন্টারে প্রাক্তন খেলোয়াড় রা সহ বিশিষ্ট সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন। রাজীব শুক্লা জানিয়েছেন, তিনি একজন ফুটবলার এবং তিনি লক্ষ্য করেছেন বর্তমান প্রজন্ম ক্রমশই মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর দাবি, বাংলায় অনেক প্রতিভা আছে। প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে মেয়েরা খেলাধুলো শিখে কলকাতায় বা জাতীয় স্তরে গিয়ে খেলতে পারবে। প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেরা সেই ভাবে প্রশিক্ষণ পায় না বলেই অনেক প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় মাঝ পথে। তাই ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে পানাগড় বাজারের একটি ক্লাবের মাঠে সপ্তাহে ৪দিন তিনি পানাগড়ের কিশোর কিশোরীদের প্রশিক্ষণ দেবেন যাতে তারা ভবিষ্যতে বড় জায়গায় গিয়ে খেলতে পারে ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নিজের এলাকায় ফুটবল কোচিং সেন্টার হওয়ায় উৎসাহিত তরুণ ফুটবলাররা।

এসবিআই, আরএসিপিসি রাজারহাট (১৬৮২২)
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-II এর নিকট, নিউ টাউন
কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী জয়ন্ত গোলদার** পিতা শ্রী খোকন গোলদার মাঝেরপাড়া বিষ্ণুপুর কলকাতা - ৭০০১৩৫ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং জি২, ১ম তল, স্বপ্নদীপ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৩১/এ বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং - ০২, দমদম ক্যান্টনমেন্ট **আরও ঠিকানা** - প্রযত্নে ম্যাকাউ ইন্টারন্যাশনাল, বারাসত - ১, ইছাপুর নীলগঞ্জ কলকাতা - ৭০০১২১ **শাখা -** **পিবিবি নিউটাউন (১৪৫৩২)**	**তপশিল 'সি'** **অংশ -১** **দায়বদ্ধতার ধরন : নেই** **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বসাসের ফ্ল্যাট নং জি২, একতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা মার্বেল মেঝে সহ এবং লিফট সুবিধা উক্ত ভবনে যথাযথভাবে নির্মিত মোট বাস্তু জমি এরিয়া ৫ কাঠা ৩ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : গৌরী, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪ তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ৩৩৫, খতিয়ান নং ৩৫৪, এলআর দাগ নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২০এবং ৩৩২১, অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ১৩১/এ, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ২, কলকাতা : ৭০০০৬৫, দম দম থানা অধীন, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, এডিএসআর কাশীপুর দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা, এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩৯১৫ থেকে ৩৭৩৯৪২, দলিল নং ১৫০৬১২৯২১-২০২৩ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী জয়ন্ত গোলদার, পিতা শ্রী খোকন গোলদার, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** : সোনাই খাল, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ পল্লি, **পূর্বে :** জীতেন ব্যাপারি, ভীমসেন মল্লিক এবং বঙ্কিম মল্লিকের ভবন, **পশ্চিমে :** বিপ্রদাস হালদারের সম্পত্তি।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৩.০৮.২০২৪ এনপিএ তারিখ ১৫.০৭.২০২৪	হোম লোন এ/সি নং ৪২৪৪৩৫৩৬৭০৫ সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২৪৭৭৮৮৩৩৮৭ ৩১,০৩,০১৯.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ তিন হাজার উনিশ টাকা) ২৩.০৮.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ
২.	**শ্রী জয়ন্ত গোলদার** পিতা শ্রী খোকন গোলদার মাঝেরপাড়া বিষ্ণুপুর কলকাতা - ৭০০১৩৫ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং জি৩, ১ম তল, স্বপ্নদীপ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৩১/এ বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং - ০২, দমদম ক্যান্টনমেন্ট **আরও ঠিকানা** - প্রযত্নে ম্যাকাউ ইন্টারন্যাশনাল, বারাসত - ১, ইছাপুর নীলগঞ্জ কলকাতা - ৭০০১২১ **শাখা -** **পিবিবি নিউটাউন (১৪৫৩২)**	**তপশিল 'সি'** **অংশ -১** **দায়বদ্ধতার ধরন : নেই** **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি৩, একতলায়, উত্তর পশ্চিম দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট কমবেশি তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা এবং মার্বেল মেঝে, এবং লিফট সুবিধা সহ উক্ত ভবনে যথাযথভাবে নির্মিত মোট বাস্তু জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ৩ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : গৌরী, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪ তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ৩৩৫, খতিয়ান নং ৩৫৪, এলআর দাগ নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২০এবং ৩৩২১, অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ১৩১/এ, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ২, কলকাতা : ৭০০০৬৫, দম দম থানা অধীন, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, এডিএসআর কাশীপুর দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা, এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩৯৪৩ থেকে ৩৭৩৯৭০, দলিল নং ১৫০৬১২৯২২-২০২৩ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী জয়ন্ত গোলদার, পিতা শ্রী খোকন গোলদার, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** : সোনাই খাল, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ পল্লি, **পূর্বে :** জীতেন ব্যাপারি, ভীমসেন মল্লিক এবং বঙ্কিম মল্লিকের ভবন, **পশ্চিমে :** বিপ্রদাস হালদারের সম্পত্তি।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৩.০৮.২০২৪ এনপিএ তারিখ ১৫.০৭.২০২৪	হোম লোন এ/সি নং ৪২৪৪৩৫০৮০৩১ সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২৪৪৩৫৭৮৭১৩ ৩৪,৩১,২৩৩.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার দুশো তেত্রিশ টাকা) ২৩.০৮.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৪
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজেপি নেতাদের ঠ্যাং ভাঙার নিদান তৃণমূল নেতার, শুরু তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি নেতাদের ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার নিদান দিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সোনামুখী ব্লকের ধানশিমলা পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুফ মণ্ডল। পালটা ইউসুফ মণ্ডলকে কটাক্ষ করেছেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সোনামুখী ব্লকের কাশীপুর এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ করে সোনামুখী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতাদের ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার নিদান দেন ইউসুফ মণ্ডল। প্রকাশ্য সভা মঞ্চ থেকে মা বোনেদের উদ্দেশ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'বিজেপির যে সমস্ত নেতারা অঞ্চলে অঞ্চলে বুথে বুথে মা বোনেদের বলছি যদি কোনও অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করে ঝাঁটা জুতো খুন্তি হাতে নিয়ে কোমর থেকে পা পর্যন্ত তাদের ঠ্যাংগুলো ভেঙে দেবেন, আমরাও বুঝিয়ে দেব সোনামুখী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এখনও মরে যাইনি, আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সৈনিক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা।'

গত কয়েকদিন আগে ছাত্র সমাবেশ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের ফোঁস করার বার্তা দেন। তারপরেই তৃণমূল নেতার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। তবে তৃণমূলকে পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের ফোঁস করার কথা বলেছেন, সেই কথার রেশ ধরেই উনি এসব বলছেন। ওঁরাই এলাকায় অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন, সোনামুখী শান্তিপ্রিয় এলাকা এখানকার মানুষ শান্তি চায় তাই বারবার মানুষ ওঁদের বর্জন করছে। আর তিনি ঠ্যাং ভাঙার কথা বলছেন পঞ্চায়েত ভোটে ওঁরই ঠ্যাং কি করে ভেঙে গিয়েছিল জানি না। যে বেশি এ ধরনের বক্তব্য রাখবে জনগণ আগামী দিনে এর জবাব দেবে।'

একই দিনে নাবালিকা ও গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিল্পাঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: একই দিনে দু'টি পৃথক শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল শিল্পাঞ্চলে। একটি ঘটনা বারাবনি বিধানসভার সালানপুর এলাকায় অপরটি আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মহিষিলা এলাকায়।

আট বছরের বালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে উত্তেজনা সালানপুর থানার ডাবরগ্রামে। আদিবাসী সমাজের আট বছরের নাবালিকাকে বিভিন্ন প্রলোভনে ডেকে তাকে শ্লীলতাহানি করে গ্রামেরই এক ৭২ বছর বয়সী ব্যক্তি বলে অভিযোগ। এই অভিযোগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির বাড়ি ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান ওই নাবালিকার পরিবার ও গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পরে উত্তেজিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের হাত থেকে কোনও রকমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ। গোটা ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর পুলিশ ফাঁড়িতে। ডাবর গ্রামের সুবোধ মাহাতো (৭২) নামে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত সুবোধ মাহাতোর বড় ছেলে কংগ্রেসের নেতা বলেও জানা যায়। তৃণমূলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা জয়েস হাসদা বলেন, 'আট বছরের নাবালিকার সঙ্গে শীলতাহানি করা হয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আমাদের একটাই দাবি অভিযুক্তর যেন কঠোর শাস্তি হয়।'

গ্রামবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের এক মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এই বালিকার সঙ্গে কয়েক দিন ধরেই শীলতাহানি করা হয়েছে। এই কথা নাবালিকা তার এক বন্ধুকে জানায়। তারপর ওই বন্ধু তাদের টিউশন টিচারকে জানায়। টিউশন টিচার বাড়ির সদস্যদের জানালে, বাড়ির লোকজন ও গ্রামবাসীরা সবাই মিলে বাড়ি গিয়ে অভিযুক্তর ওপর চড়াও হন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরিবার সহ গ্রামবাসীরা দাবি জানায় দোষীর কঠোর শাস্তির। এই ঘটনা প্রসঙ্গে অভিযুক্তের বড় ছেলে অংশুমান মাহাতো জানান, এই ঘটনা পুরোপুরি মিথ্যা। তাঁর বাবাকে পরিকল্পনা করে ফাঁসানো হয়েছে। এই ঘটনা এখন আইনি প্রক্রিয়ায় আইন ঠিক করবে তিনি দোষী কি না।

অপর ঘটনাটি ঘটে আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত মহিশিলায়। গভীর রাতে বিবাহিত মহিলার রুমে ঢুকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। আসানসোলের মহিশিলা কলোনি এলাকায় অভিযোগকারী মহিলা জানান, রাতে ভাড়া বাড়িতে একা ছিলেন তিনি, স্বামী গার্ডের চাকরি করেন, ডিউটিতে ছিলেন। সে সময় পাশের বাড়ির একজন তাঁর বাথরুমে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে তাঁর ঘরে যান। তিনি বাথরুম থেকে ফিরলে তাঁকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। মহিলার চিৎকারে বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়।

উদ্বোধনের উল্লাস নেই, চাকরি না মেলায় হাহাকার জমিদাতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জমি দিলে নির্মাণ হবে কারখানা, আর সেই কারখানায় নানান কর্মক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার পাবেন জমিদাতারা। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে মিলল কোথায়? শনিবার বিকেলে ঘটা করে উদ্বোধন করা হল মেজিয়ার কালিদাসপুর সংলগ্ন একটি ইথানল কারখানার। বছর চারেক আগে কারখানা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু করে বেসরকারি এক সংস্থা। অভিযোগ, জমিহারাদের চাকরিতে নিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হয় তারা। কিন্তু কারখানা উদ্বোধনের পরেও সেই প্রতিশ্রুতি আজ কোথায়? প্রশ্ন তুলছেন খোদ জমিদাতারা।

জমিহারাদের দাবি, তিন বছর ধরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবে রূপ নেয়নি। ফলস্বরূপ নিজেদের কৃষিজমি হারিয়ে আজ অসহায় একাধিক পরিবার। অন্যদিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করছে, জমিহারাদের চাকরি না দিয়ে কারখানা চালু করবে না তারা। কারখানা কর্তৃপক্ষের এই দাবি যদি সত্যি তা হলে জমিদাতাদের চাকরি না দিয়ে উদ্বোধনে কেন এত হুড়োহুড়ি? উদ্বোধনের আগেই বা কেন জমিহারাদের চাকরি নিয়োগের শ্বেতপত্র প্রকাশ করল না কারখানা কর্তৃপক্ষ, প্রশ্ন জমিহারাদের।

প্রদীপের তলায় থাকে চিরকালই অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে শুধুমাত্র দূর থেকে নবনির্মিত এই কারখানার চিমনির ধোঁয়া দেখবে না তো জমিহারারা? নাকি সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশা নিয়ে শুধুমাত্র অপেক্ষা আর অপেক্ষা সেটা কিন্তু অবশ্য বলবে সময়ই।

রাজবাঁধে বেহাল সার্ভিস রোড, সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সার্ভিস রোডে জমে থাকা জল দ্রুত নিষ্কাশন ও সার্ভিস রোড মেরামতের দাবিতে রবিবার দুপুরে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা।

গত কয়েক মাস ধরে জলমগ্ন কাঁকসার রাজবাঁধ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড। রাজবাঁধ বাসস্ট্যান্ডের কাছে রয়েছে জাতীয় সড়কের একটি আন্ডারপাস। সেই আন্ডারপাসের একদিক জলমগ্ন হয়ে থাকায় এবং সার্ভিস রোডের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ায়। নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। সার্ভিস রোডে সৃষ্টি হওয়া গর্তে জল জমে থাকায় সেই গর্ত বুঝতে না পেরে নিত্যদিন ছোট গাড়ি ও টোটো সহ সাইকেল মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হচ্ছেন যাত্রীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও জাতীয় সড়কে সার্ভিস রোডে জল জমে থাকার ফলে সমস্যায় পড়তে হতো। বর্তমানে জাতীয় সড়ক ছয় লেন নির্মাণ করার পরেও সেই সমস্যার কোন সমাধান হয়নি।উল্টে সমস্যা আরও বেড়েছে। ফলে যে সমস্ত মানুষ গোপালপুর থেকে রাজবাঁধ বাসস্ট্যান্ডে আসে। তাদের ওই বেহাল রাস্তার ওপর জমে থাকা জল পার করেই আসতে হয়। সার্ভিস রোডে গর্ত সৃষ্টি হওয়ার ফলে তার ওপর জল জমে থাকায় সেই গর্ত বুঝতে না পেরে নিত্যদিন ছোট গাড়ি এবং টোটো গর্তে পড়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে এবং বহু মানুষ ইতিমধ্যে আহত হয়েছেন বলে তাদের দাবি।

স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে দুর্গাপুর থেকে বর্ধমানগামী সার্ভিস রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেয়। অন্যদিকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বা কাঁকসা প্রশাসন যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, ততক্ষণ ওই সার্ভিস রোড বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রকাশ্যে বিরোধীদের অশালীন শব্দে আক্রমণ সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিরোধীদের 'কুকুর' বলে উল্লেখ করে এবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বেনজির আক্রমণ করলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'এরা কুকুরের মতো গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে। এরা অনেক বেড়ে গিয়েছে। মিথ্যা অপপ্রচার করে বলছে আমরা কন্যাশ্রী, একশো দিনের কাজের টাকা, লক্ষ্মীর ভান্ডার, পুজোর অনুদান চাই না। হিম্মত থাকলে এদের নিয়ে মিছিল করে দেখাও। তা হলে বাপের বেটা বলব।' একই সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের প্রতি সাংসদের পরামর্শ 'আপনাদের একটু ফোঁস করতে হবে।' শনিবার বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে দলের একটি প্রতিবাদ সভায় প্রকাশ্যে এই বক্তব্য রাখেন তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি পালটা কটাক্ষ করেছে সাংসদকে।

আরজি কর ইস্যুতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও ক্রমশই আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আওয়াজ উঠছে লক্ষ্মীর ভান্ডার বা পুজোর অনুদানের মতো সরকারি অনুদান চাই না, আরজি করের বিচার চাই। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী পালটা তৃণমূল কর্মীদের মাঠে নেমে একটু ফোঁস করার নিদান দিয়েছেন। আর তারপরই শনিবার বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে দলের একটি প্রতিবাদ সভায় হাজির হয়ে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বিরোধী বিজেপি ও সিপিএমকে একহাত নেন।

তিনি একসঙ্গে বিজেপি ও সিপিএমকে কুকুর বলে উল্লেখ করে প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে বলেন, 'এরা খুব বেড়ে গিয়েছে। গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে। বলছে লক্ষ্মীর ভান্ডার, একশো দিনের কাজের টাকা, পুজোর অনুদান নেবে না। হিম্মত থাকলে এদের নিয়ে মিছিল করে দেখান।' একই সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ একটু ফোঁস করুন। সাংসদের এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বাঁকুড়ার প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের কটাক্ষ, সারা রাজ্যের পাশাপাশি যে ভাবে বাঁকুড়ার মানুষ প্রতিবাদে নেমেছে ,তাতে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে সাংসদের। প্রতিবাদের জেরে ঘুমিয়ে গিয়েছে তাঁর দলের কর্মীরাও। দলের কর্মীদের জাগাতে এখন তাই সাংসদকে ফোঁস করতে বলতে হচ্ছে। এখন কেউ বিষ দাঁত দেখাতে এলে মানুষই বিষ দাঁত ভেঙে দেবে।

এলাকা দিয়ে গেলে অমরনাথ শাখাকে মারার হুঁশিয়ারি তৃণমূল ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিজে মুখে আইনকে হাতে তুলে নিয়ে বিরোধী দলের এক বিধায়ককে মারব মারব মারব বলে প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের সভাপতি তরুণ নন্দিগ্রামী। খোদ শাসকদলের নেতা হয়ে এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কথা কী ভাবে ঘোষণা করতে পারেন তরুণ নন্দিগ্রামী, তা নিয়ে জোর শোরগোল শুরু হয়েছে কোতুলপুরে। এই বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছে বিজেপিও।

সম্প্রতি কলকাতায় ছাত্র সমাবেশে ফোঁস করার নিদান দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তারপর থেকেই যেন বেলাগাম মন্তব্যের ঝড় বইছে তৃণমূলের বিভিন্ন মঞ্চ থেকে। আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের বিচার চেয়ে শনিবার বাঁকুড়ার কোতুলপুর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ধরনা মঞ্চ করে অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল। সেই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের কোতুলপুর ব্লক সভাপতি তরুণ নন্দিগ্রামী বক্তব্য রাখতে উঠে ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমর নাথ শাখাকে উদ্দেশ করে আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন।

অমরনাথ শাখার পুরনো একটি বিতর্কিত বক্তব্যের রেশ টেনে তরুণ নন্দিগ্রামী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকলের রাজনৈতিক মা। সেই মাকে অপমান করেছেন অমরনাথ শাখা। যা আমরা মানছি না, মানব না। আমি কোতুলপুর ব্লকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হিসাবে আইনকে হাতে তুলে নিয়ে বলছি। অমরনাথ শাখা যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনারা তাঁকে ব্যারিকেড করে রাখুন। আর এই রাস্তা দিয়ে অমরনাথ শাখা যেদিন যাবেন সেদিন তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারব মারব মারব।'

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি এমন বক্তব্য রাখতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন ওঠে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হওয়ায় কি তিনি আদৌ আইন হাতে তুলে নেওয়ার কথা এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেন? এই বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছে বিজেপি। বিজেপির কটাক্ষ, যেমন দল তার তেমনই ব্লক সভাপতি। তাদের কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না।

আরজিকর কাণ্ডে দ্রুত বিচার চেয়ে অবস্থান পদযাত্রা উত্তরপাড়া মহিলা-টাউন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে উত্তরপাড়া কোতরং টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মাখলা বাঘাযতীন ক্লাবের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব

উত্তরপাড়া কোতরং তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পুরসভার সিআইসি প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পম্পা দাস, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক ডলি ঘোষ যাদব, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি, সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি ও বেশ কিছু কাউন্সিলররা এবং তৃণমূল কর্মীরা।

এই অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস অবিলম্বে আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসি চাইছে সিবিআই তদন্ত করতে এসে এতদিন হয়ে গেল এখনও দোষীদের গ্রেপ্তার করতে পারল না। আর কত দেরি হবে আমরা সেই দাবিতে আজ এই অবস্থান বিক্ষোভ ধরনায় বসেছি এর পরেই শুরু হয় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পদযাত্রা দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ডলি ঘোষ যাদব মৌসুমী বিশ্বাস অবস্থান বিক্ষোভে। এরপর মাখলা বাঘাযতীন ক্লাব থেকে টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পদযাত্রা শুরু হয় ব্যানার নিয়ে পদযাত্রায় কর্মীরা আরজিকর কান্ডের গ্রেপ্তার চেয়ে দ্রুত বিচার চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

বেলিয়াবেড়া থানার ওসিকে সেবাপদক পুরস্কার সুপারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ লাইনে রবিবার চতুর্থবর্ষ পুলিশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০২০ সালে পয়লা সেপ্টেম্বর পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির পথ চলা শুরু করে। তাই ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে রবিবার দিনটিকে পুলিশ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠানেই ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা তিনটি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। তিনি পুলিশ লাইনে ব্যাডমিন্টন কোট, প্রতিটি থানায় ওয়াটার সাপ্লাই এবং পুলিশ লাইনে ভিজিটের রুমের শিলান্যাস করেন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা সেবামূলক কাজ করেছেন তাদেরকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় ও রাজ্যের সেবাপদক পুরস্কৃত করা হয় দুই পুলিশ আধিকারিককে এবং এসপি অরিজিৎ সিনহা সহ ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সম্মানিত করা হয়। রাজ্যের সেবাপদক পেয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধি ও ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ লাইনে কর্মরত এএসআই অনুপ দণ্ডপাট। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সামাজিকমূলক কাজ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সাধারণ মানুষজনকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই পুরস্কার পান।

আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের চেষ্টার দাবিতে আদিবাসীদের বন্‌ধ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বনধ প্রত্যাহার করে নিল আদিবাসী যৌথ মঞ্চ। বোর্ডের পরীক্ষা থাকার কারণে আগামিকালের বন্ধ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেই সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে। তবে যে দাবিগুলির কারণে বনধ ডাকা হয়েছিল, সেগুলির

সমাধান না হলে আগামীতে পুনরায় বনধ ডাকা হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এক পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের গাংগুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিষহরিডাঙা এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে বন্ধ এর ডাক দেওয়া হয়েছিল আদিবাসী সংগঠনের তরফে। তবে সোমবার বোর্ডের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে সেই বনধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে সংগঠনের তরফে। এদিন বালুরঘাটে জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে এবিষয়ে বৈঠক করা হয় আদিবাসী সংগঠনের তরফে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে বনধ প্রত্যাহারের বিষয়টি জানানো হয় সংগঠনের তরফে।

এ বিষয়ে সংগঠনের তরফে অরুন কুমার হাঁসদা বলেন, 'আগামিকাল বোর্ডের পরীক্ষা রয়েছে। পাশাপাশি আমরা যে সমস্ত দাবিগুলো রেখেছি, সেগুলো একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এর জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে আমরা বনধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে নির্ধারিত সময়ের পরেও যদি সেগুলো বাস্তবায়িত না হয়, তা হলে পরবর্তীতে আমরা বনধের বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করব।'

হরিপালে তৃণমূল বিধায়ক তথা আরামবাগ হুগলি মহিলা তৃণমূল চেয়ারপার্সন ড. করবি মান্নার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল ও ধরনা। ছবি বনস্পতি দে

এবিভিপির র‍্যালিতে উত্তপ্ত বর্ধমান শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের র‍্যালি ঘিরে উত্তপ্ত বর্ধমান শহর। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিচার সংকল্প যাত্রায় নামে বর্ধমানে র‍্যালি বার করা হয় বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপির তরফে। রবিবার বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে র‍্যালি বার হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল হয়ে এই র‍্যালি কার্জনগেট চত্বরে পৌঁছয়। সেখানেও চলে স্লোগানের মাধ্যমে প্রতিবাদ। রাস্তায় বসে পুরাতন জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা।

অন্যদিকে পাশেই তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মঞ্চ বেঁধে চলছিল আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ সভা। তৃণমূল কংগ্রেসের সভার দাবি ছিল, আরজি করের অপরাধীদের ফাঁসির ও ধর্ষকদের ফাঁসির আইন বলবৎ করতে হবে। অন্যদিকে এবিভিপির র‍্যালি কার্জনগেট চত্বরে অবরোধ শুরু করতেই তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও শুরু হয় স্লোগান। দুই পক্ষের স্লোগান পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কার্জনগেট চত্বর। বেশ খানিকক্ষণ চলে স্লোগান, পালটা স্লোগান। ঘটনাস্থলে থাকা বর্ধমান থানার পুলিশ বাহিনী দু'পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও বেশ খানিকক্ষণ পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকে। পরে পুলিশ এবিভিপির সমর্থকদের সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শ্রী শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব ও মেলা উপলক্ষে রবিবার সকালে কাঁকসা আমলাজোড়া গ্রামে অবস্থিত প্রপন্নাশ্রম মঠে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি নিউরো থেরাপি চেকআপ ক্যাম্প এর ব্যবস্থা করা হয়।

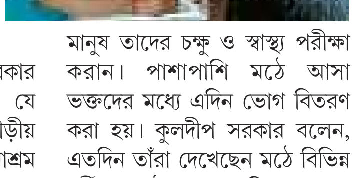

স্থানীয় বাসিন্দা কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, সারা বিশ্বজুড়ে যে গৌড়ীয় মিশন রয়েছে, সেই গৌড়ীয় মিশনের আদি শাখা এই প্রপন্নাশ্রম মঠ। প্রতিবছরের মতো এই বছরও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আটদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মতো রবিবার স্থানীয় মানুষের সুবিধার্থে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে এলাকার শতাধিক মানুষ তাদের চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। পাশাপাশি মঠে আসা ভক্তদের মধ্যে এদিন ভোগ বিতরণ করা হয়। কুলদীপ সরকার বলেন, এতদিন তাঁরা দেখেছেন মঠে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতে। কিন্তু গত দু' বছর ধরে তাঁরা দেখছেন মঠে নানান সামাজিক কাজও শুরু করেছেন। তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

কেক কেটে বৃক্ষ রোপন করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: রবিবার পুলিশ দিবস আর এই পুলিশ দিবস উপলক্ষে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জন্মদিন পালন করল অণ্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ১৩তম জন্মদিনে কেক কাটার সঙ্গে সঙ্গে উখড়া ফাঁড়ির পুলিশের উদ্যোগে ট্র্যাফিক সচেতনতা র‍্যালি করা হল উখড়া এলাকায়। বাইক র‍্যালিটি শেষ হয় চণ্ডনির সংলগ্ন নাকা পোস্টে গিয়ে। পাশাপাশি এই বিশেষ দিনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল পুলিশের তরফে। উখড়া ফাঁড়ি ও ফরিদপুর ব্লকের বর্ডার এলাকায় চণ্ডনি সংলগ্ন নাকা পোস্টের কাছে বৃক্ষরোপণ করলেন পুলিশকর্তারা। ছিলেন এসিপি অণ্ডাল পিন্টু সাহা, তাঁর সঙ্গে ছিলেন উখড়া ফাঁড়ির আইসি মইনুল হক ও অন্যান্য অফিসার ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

সাড়ম্বরে পালিত পুলিশ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাটে সাড়ম্বরে পালিত হল পুলিশ দিবস। ডিএসপি (ট্র্যাফিক), বালুরঘাট থানার আইসি ও বালুরঘাট ট্র্যাফিক পুলিশের আইসি সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে 'পুলিশ ডে'-এর অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বেলুন উড়িয়ে। পাশাপাশি এদিন একটি র‍্যালি বের করা হয়। সবুজ পতাকা নেড়ে র‍্যালির সূচনা করেন ডিএসপি ট্র্যাফিক বিললমঙ্গল সাহা, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা এবং বালুরঘাট সদর ট্র্যাফিক পুলিশের আইসি অরুণ কুমার তামাং। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পরিক্রমা করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' এর বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেন। এদিন বিভিন্ন গাড়িচালকদের সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনামূলক বার্তা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন, জনসমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুলিশের বিভিন্ন ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রতিবছর পয়লা সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সেইমতো এদিন বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ড এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। এ বিষয়ে ডিএসপি (ট্র্যাফিক) বিললমঙ্গল সাহা জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর এই দিনটি পালন করা হয়। সেইমতো এদিন জেলাজুড়ে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে।

চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইনের দাবি আইএমএ-র

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: চিকিৎসক এবং হাসপাতালে হিংসার ঘটনায় আবারও কেন্দ্রীয় আইন কার্যকরের দাবি তুলল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের (এনটিএ) কাছে চিঠি লিখে তিন দফা দাবি জানায় তারা।

আরজি করের মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল গোটা দেশ। আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়তেই স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ দেশের সমস্ত হাসপাতালে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। তাতে ন'জন করে সদস্য থাকবেন।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সরব আইএমএ। চিকিৎসক খুনের ঘটনায় বিচারের দাবি তুলেছে তারা। পাশাপাশি চিকিৎসকদের নিরাপত্তার দাবিতেও অনড় চিকিৎসক সংগঠনটি। কেন্দ্রীয় আইন চালু করার দাবি তোলে তারা। এ বার দেশের শীর্ষ আদালতের গড়ে দেওয়ার টাস্ক ফোর্সের কাছে সেই দাবি জানিয়ে চিঠি দিল আইএমএ। কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ করার দাবি ছাড়াও হাসপাতালগুলিকে 'নিরাপদ জোন' ঘোষণার কথাও চিঠিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি আবাসিক চিকিৎসকদের কাজের পরিস্থিতি উন্নত করার দাবিও জানিয়েছে আইএমএ।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, টাস্ক ফোর্স মূলত দু'টি বিষয়ে কাজ করবে। এক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের উপর হিংসা এবং লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করা। দুই, হাসপাতালের চিকিৎসক, ইন্টার্ন, আবাসিক চিকিৎসকদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করার জন্য একটি প্রোটোকল বা নিয়মবিধি তৈরি করা। সুপ্রিম কোর্ট টাস্ক ফোর্সকে তিন সপ্তাহের মধ্যে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৬০ দিনের মধ্যে।

ফের উত্তপ্ত মণিপুরে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত মহিলা

ইম্ফল, ১ সেপ্টেম্বর: আবার উত্তপ্ত মণিপুর। অভিযোগ, রবিবার সন্দেহভাজন জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন এক মহিলা। তাঁর মেয়েও জখম হয়েছেন। সূত্রের খবর, দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

সূত্রের খবর, রবিবার দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ কাঙ্গপোকপির নাখুজাঙ গ্রামে শুরু হয় গোলাগুলি। স্থানীয় এক বাসিন্দা দাবি করেছেন, ইম্ফল পশ্চিমের কাদাঙ্গবন্দে একটি বাড়ির উপর বোমা ফেলা হয়েছে। ড্রোনে করে সেই বোমা ফেলা হয়। একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, বাড়ির উপর বোমা ফেলছে ড্রোন। তার পরেই দৌড়ে পালাচ্ছেন লোকজন। যদিও নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই দাবির সত্যতা তারা এখনও যাচাই করেনি। সূত্রের খবর, কাদাঙ্গবন্দে স্থানীয়েরা বাড়ির সামনে পাহারা দিতে শুরু করেছেন।

মৃতের নাম এনগাঙ্গবাম সুরবালা। তাঁর বয়স ৩১ বছর। কাঙ্গপোকপির বাসিন্দা মহিলাকে সেখান থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে রিজিয়োনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, কাঙ্গপোকপি কুকি-অধ্যুষিত এলাকা। ইম্ফল পশ্চিমে মেইতেইদের সংখ্যা বেশি। মেইতেইদের দাবি, 'কুকি জঙ্গি'-রা ওই মহিলাকে খুন করেছেন। কুকি জনজাতির মানুষজন সমাজমাধ্যমে দাবি করেছেন, কাঙ্গপোকপির কুকি গ্রাম লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল প্রথম মেইতেইরাই। উভয় পক্ষই দাবি করেছে, অন্য পক্ষ প্রথম গুলি চালিয়েছে। ড্রোনে করে বোমা ফেলার ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে। তবে পুলিশ বা প্রশাসন এই নিয়ে নীরব।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে কুকি এবং মেইতেই জনজাতির সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুর। প্রাণ গিয়েছে শতাধিক মানুষের। ঘরছাড়া হাজার হাজার মানুষ।

বেলুগা তিমির দেহ উদ্ধার নরওয়ের সমুদ্রে

মস্কো, ১ সেপ্টেম্বর: রাশিয়ার 'গুপ্তচর' নাকি সাধারণ কোনও তিমি, তা নিয়ে জল্পনা ছিল বিস্তর। অবশেষে সেই বেলুগা তিমির দেহ উদ্ধার হল নরওয়ের সমুদ্রে। আর তার মৃত্যু ঘিরেও শুরু হয়ে গিয়েছে নানা জল্পনা।

দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট। ওজন ১২০০ কেজি। ২০১৯ সালে প্রথমবার তার কথা জেনেছিল বিশ্ব। গত ৩১ অগস্ট হলদিমির নামে সেই 'গুপ্তচর' তিমির দেহ উদ্ধার হয়েছে নরওয়েতে। যদিও এখনও পরিষ্কার নয় কী ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। বছর পাঁচেক আগে সে প্রকাশ্যে আসতেই দেখা যায় তার গলায় বাঁধা রয়েছে একটি বেল্টের মতো যন্ত্র। তাতে সেন্ট পিটার্সবার্গের কোনও যন্ত্র লাগানো ছিল বলেও বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়। আর তা থেকেই জল্পনা শুরু হয়, তিমিটিকে সমুদ্রপথে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে লাগিয়েছে রাশিয়া। যদিও রাশিয়া এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

নরওয়ের 'হল' এবং রাশিয়ার 'ভ্লাদিমির' এই দু'টি শব্দ জুড়ে বেলুগা তিমিটির নাম দেওয়া হয় 'হলদিমির'। তবে হলদিমির গুপ্তচর কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকলেও, সে যে আসলে মানুষের প্রতি খুবই বন্ধুবৎসল তার প্রমাণ মিলেছিল। আর তা দেখেই প্রমাদ গুনেছিলেন বিজ্ঞানী ও পশুপ্রেমীরা। তাঁদের দাবি ছিল, মানুষের থেকে যে বিপদ আসতে পারে সেটাই তিমিটির অজানা। যদিও বেলুগা তিমিরা সাধারণ মেরু অঞ্চলের নির্জনতাতেই থাকে।

গত বছর তাকে বাণিজ্যিক ও বিপজ্জনক জলেও সাঁতার কাটতে দেখা গিয়েছিল। গত বছরে অসলোর একটি ফিয়র্ডে দেখা গিয়েছিল হলদিমিরকে। নরওয়ে প্রশাসন নাগরিকদের অনুরোধ করেছিল, হলদিমিরের কাছাকাছি তাঁরা যেন না যান। নরওয়ের মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তার সন্দেহ যে হেতু অসলো ফিয়র্ডে মানুষের যাতায়াত চলে, তাই কেউ বা কারা হলদিমিরের কোনও ক্ষতি করে থাকতে পারেন। যদিও বিষয়টি স্পষ্ট নয়, কী ভাবে হলদিমিরের মৃত্যু হল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের দাবি, আকস্মিক মৃত্যুর আগে তার শরীরে কোনও সমস্যা ছিল না। ফলে রহস্য ঘনাচ্ছে তার মৃত্যুর পর। প্রশ্ন উঠছে, এর পিছনে কি কোনও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত রয়েছে? রহস্য ক্রমেই ঘনাচ্ছে।

চিকিৎসককে মারধরের দাবি এবার কর্মবিরতি বাংলাদেশে

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর: এক চিকিৎসককে মারধরের দাবিতে প্রতিবাদে এবার বাংলাদেশের চিকিৎসকরা কর্মবিরতিতে। গোটা দেশের সব সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা কোনও পরিষেবা দেবেন না বলে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে চিকিৎসকরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁদের দাবি না মানা হলে কর্মবিরতি চলবে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা চিকিৎসা পেলেও, বাকি পরিষেবা আপাতত বন্ধ থাকবে।

এক পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার রাত থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। আহসাসানুল ইসলাম নামে এক কলেজ পড়ুয়া পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলে, তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। আহসাসানুলের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসককে মারধরের ঘটনা ঘটে। হাসপাতালের চিকিৎসক এবং চিকিৎসক পড়ুয়াদেরও ঘেরাও করে রাখেন মৃতের আত্মীয়স্বজন এবং কলেজের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা পরিস্থিতি ছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। চিকিৎসককে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকরা। পরে সেই বিক্ষোভে সামিল হন অন্যান্য চিকিৎসকরাও। প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দেন তাঁরা। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নিউরো সার্জারি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক আব্দুল আহাদ জানান, চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনার বিচার ও নিরাপত্তার দাবিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সব চিকিৎসক কর্মবিরতি শুরু করেছেন। এই কর্মবিরতি শুধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সীমাবদ্ধ নেই। সারা দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবাতেই প্রভাব পড়েছে। নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয়েছেন চিকিৎসকরা।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে ধৃত বিজেপি নেতা

বহিষ্কার করল দল

দেরাদুন, ১ সেপ্টেম্বর: ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বহিষ্কার করা হল দল থেকেও। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে উত্তরাখণ্ডে।

ধৃত বিজেপি নেতা উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলার ব্লক প্রধান। শুক্রবার তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ড পুলিশের আধিকারিক দেবেন্দ্র পিঞ্চা। শীঘ্রই অভিযুক্ত নেতাকে আদালতে হাজির করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে গত ২৪ অগস্ট। সে দিন ছাগল চরাতে কাছেই এক জঙ্গলে গিয়েছিল নির্যাতিতা কিশোরী। সঙ্গে ছিল তার ভাইও। তখনই চকোলেটের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে কিশোরীকে যৌন হেনস্থা করেন স্থানীয় ওই নেতা। ঘটনায় ছ'দিন চুপ থাকার পর শেষমেশ ওই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে মেয়েটির পরিবার। নির্যাতিতা কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষাও করানো হয়েছে।

ওই নেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৪ ধারার পাশাপাশি পকসো আইনেও মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর বিজেপি সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছেন বিরোধীরা। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। ওই নেতার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি মহেন্দ্র ভাট। তিনি বলেছেন, 'এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে দল। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধকে কোনও মতেই ক্ষমার চোখে দেখা হবে না। ওই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিরোধীরা দয়া করে না জেনে রাজনৈতিক মন্তব্য করবেন না। আমাদের যা করার ছিল, করেছি। এ বার আইনকে আইনের পথে চলতে দিন।'

তবু শ্লেষের সুর কংগ্রেসের গলায়। উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেসের মুখপাত্র গরিমা মেহরা দাসাউনি বলেছেন, 'শুধুমাত্র দল থেকে বহিষ্কার করেই দায় ঝেড়ে ফেলা যায় না। এরাই বলত, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও!' কিন্তু নিজের দলের নেতারা অন্যায় করলে আগে তাদের বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিজেপি।'

গাজায় পোলিও টিকাকরণে দৈনিক ৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি শুরুর আগেই হামলায় মৃত বহু

গাজা, ১ সেপ্টেম্বর: গাজায় পরিস্থিতি একইরকম, অব্যাহত ধ্বংসলীলা। শনিবার ইজরায়েলের হানায় সেখানকার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে কমপক্ষে ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে দাবি করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পোলিও টিকাকরণের জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে হামাস ও ইজরায়েলি সেনা। সেই যুদ্ধবিরতি শুরুর আগেই নতুন করে হামলায় প্রাণ হারালেন বহু মানুষ।

দিনের পর দিন আরও ভয়াবহ হচ্ছে গাজার পরিস্থিতি। লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। চারদিকে ইতিউতি শুধু শবদেহের ভিড়। শরণার্থী শিবিরগুলোর বেহাল দশা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনও বালাই নেই। রোজকার কাজকর্ম করার জন্য পর্যাপ্ত জল নেই। এই বেহাল পরিস্থিতিতে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে পোলিও নিয়ে। ক্রমশ এই রোগের প্রকোপ বাড়ায় এবার গাজায় দৈনিক ৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে হামাস ও ইজরায়েল। শিশুদের টিকাকরণের জন্যই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ৬ লক্ষ ৪০ হাজার শিশুকে পোলিও টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। রবিবার থেকে এই টিকাকরণ শুরু হওয়ার কথা গাজায়। তার আগেই শনিবার ফের ভয়ংকর হামলায় কেঁপে উঠল গাজা।

ধর্ষণের মামলায় দ্রুত বিচারের দাবি রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় আগেই সরব হয়েছিলেন। রবিবার জেলা বিচার বিভাগের জাতীয় সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বললেন, বিচার ব্যবস্থার সবচয়ে বড় সমস্যার দিক হল মামলাগুলির দিনের পর দিন আদালতে ঝুলে থাকা। সব ক্ষেত্রে দ্রুত বিচারের প্রয়োজন। বিশেষত ধর্ষণের মামলা হলে। এদিন আদালতগুলির মামলা স্থগিত করার সংস্কৃতিতেও বদল আনার কথা বলেন রাষ্ট্রপতি।

রবিবার রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, 'যখন ধর্ষণের মতো মামলায় আদালতের সিদ্ধান্ত মেলে একটি প্রজন্ম ডিঙিয়ে যাওয়ার পর, তখন সাধারণ মানুষের মনে হয় যে বিচার প্রক্রিয়ায় সংবেদনশীলতার অভাব রয়েছে।' তিনি যোগ করেন, 'গ্রামের মানুষেরা বিচার বিভাগকে 'ঐশ্বরিক' মনে করে, যেহেতু সেখানে তাঁরা ন্যায়বিচার পান। বলা হয়, ভগবানের বিচার দেরিতে মেলে, কিন্তু সেখানে অবিচার করা হয় না কখনও। তথাপি কত দেরি হতে পারে? আমাদের এই বিষয়ে ভাবতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের মধ্যে আধিকারিকের মেয়ের রহস্যমৃত্যু

লখনউ, ১ সেপ্টেম্বর: বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের মধ্যেই রহস্যমৃত্যু আইপিএস কন্যার। লখনউয়ের 'রাম মনোহর লোহিয়া ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি'তে এলএলবি তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন বছর ১৯-এর অনিকা রাস্তোগি। শনিবার রাতে হস্টেলের মেঝেতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রী আইপিএস আধিকারিক সন্তোষ রাস্তোগির কন্যা। সন্তোষ বর্তমানে দিল্লির এনআইএ-এর আইজি হিসেবে কর্মরত। মৃতের বন্ধুদের দাবি, শনিবার রাতে নিজের ঘরে ঢোকে অনিকা। এর কিছুক্ষণ পর তাঁকে ডাকাডাকি করা হলেও দরজা খোলেনি সে। দীর্ঘক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করার পর দরজা ভেঙে আমরা ঘরে ঢুকে দেখি মেঝেতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে অনিকা। ওই অবস্থায় দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

কীভাবে তাঁর তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট করে জানানো সম্ভব নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, মৃতার ঘর ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল। এমনকী ঘরের ভিতর সন্দেহজনক সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বাইরে থেকে তাঁর শরীরে কোনও ক্ষত চিহ্নও মেলেনি।

পুলিশের দাবি, মৃতের পরিবারের তরফে এই ঘটনায় এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশকর্তারা।

Chandernagore Municipal Corporation
No.:1B/IN/2024/07
Date: 29/08/2024
Abridged Vacancy Notice
Application are invited (as per Prescribed Format) for the following posts at U-PHC unit under NUHM of this Corporation.
1. Part Time Medical Officer - 02 (Two) Posts (UR) (Contractual)
Rs. 24,000/- pm. (Consolidated)
For details advt. Please visit our official website: www.chandernagoremunicipal-corporation.in last date of receiving application is **17/09/2024 (Upto 3pm).**
Sd/- Commissioner
Chandernagore Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 78/PW/ Eng/24 Dt. 30.08.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

nafed
A Farmers' Cooperative
NATIONAL AGRICULTURAL CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
12C, Lord Sinha Road, Shyam Kunj Society, 'E - F' Block, Second Floor, Kolkata-700071, Phone: 033-35927934
E-Mail Id: nafkol@nafed-india.com
Website: www.nafed-india.com
Expression of Interest for **Empanelment of Commission Agent for Disposal of Onion in the State of West Bengal procured during Rabi-2024 under PSF by NAFED.** For further details may contact **Mr. Raghavan at 9110350716.** **State Head**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/170/ 24-25/ 2nd Call Dated 31.08.2024	Construction of Concrete Road with Surface Drain infront of Santi Ranjan Das's House to Alok Bubai's House at R.N.C in Ward No-21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,809.00

Bid Submission end date: **10.09.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
No. : WB-04/TN/ED/EOB/2024-2025 তারিখ : ৩১.০৮.২০২৪
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-এইচএমসি হেড অফিসে ২ (দুটি) পূর্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কনট্র্যাক্টর লাইসেন্স, সর্বশেষ জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ৩১.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১০.০৯.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৪৭(১)/২৪-২৫
৩১.০৮.২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
বস্তি এলাকা উন্নয়ন বিভাগ
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন "**এইচএমসি ওয়ার্ড নং - ৪৯ অধীনে স্বস্তি-নারায়ণ ইকো পার্ক, ডুমুরজলা ঠিকানায় চারটি শৌচালয়ের মেরামতি এবং সংস্কার**" কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগীয় ওয়েবসাইট : **https://www.wbtender.gov.in** থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : **১৮.০৯.২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
টেন্ডার নোটিশ নং : **WB-HMC/TN/EE/Slum/002/2024-25, তারিখ : ৩০.০৮.২০২৪, টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_741853_1**
৪৫(৩)/২৪-২৫
৩১.০৮.২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE&HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/2014/2024 dt. 30.08.2024
e-NIQ is invited by the Principal from the reputed agencies for procurement of medical Journals. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in
Last date of Bidding is 17.09.24.
Sd/-
Principal

অস্ট্রেলিয়ার লিগে জায়গা হল না অধিনায়কের

ভারত থেকে জায়গা পেলেন ছ'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার মহিলাদের বিগ ব্যাশ লিগে জায়গা পেলেন না হরমনপ্রীত কউর। ভারত থেকে ছ'জন ক্রিকেটার এ বারের লিগে খেলবেন। কিন্তু সেই তালিকায় নেই ভারত অধিনায়ক। এ বারেই ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি ক্রিকেটার বিগ ব্যাশে খেলতে যাবেন।

মহিলাদের বিগ ব্যাশে খেলার জন্য ভারতের ১৯ জন ক্রিকেটার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সুযোগ পেয়েছেন ছ'জন। সিডনি থান্ডার্স এবং মেলবোর্ন রেনেগাডেসের হয়ে আগে বিগ ব্যাশে খেলেছেন হরমনপ্রীত। কিন্তু এ বারে কোনও দলই তাঁকে নিতে আগ্রহ দেখাল না। এই ঘটনা সমর্থকদের বেশ অবাক করে দিয়েছে। গত মরসুমে হরমনপ্রীত ছিলেন বিগ ব্যাশ লিগে খেলা একমাত্র ভারতীয়। তাঁকেই এ

বারের লিগে নেওয়ার জন্য কেউ আগ্রহ দেখাল না। হরমনপ্রীত একমাত্র ভারতীয় যিনি ২০২১ সালে লিগের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন।

সুযোগ পেলেন না শ্রেয়াঙ্কা পাতিলও। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে মহিলাদের আইপিএল জেতানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তরুণ ভারতীয়। ১৩ উইকেট নিয়ে বেগনি টুপি জিতেছিলেন। ২২ বছর বয়সেই ভারতীয় দলে জায়গা পাকা করে নিয়েছেন তিনি। এই বছর মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য যে ১৫ জনের দল বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই দলেও রয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা। কিন্তু বিগ ব্যাশ লিগের কোনও দল তাঁকে দলে নিতে আগ্রহ দেখায়নি।

সুযোগ পেয়েছেন স্মৃতি মন্ধানা। তিনি খেলবেন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের হয়ে। সুযোগ পেয়েছেন দীপ্তি শর্মা (মেলবোর্ন স্টার্স), যষ্টিকা ভাটিয়া (মেলবোর্ন স্টার্স), জেমাইমা রদ্রিগেজ (ব্রিসবেন হিটস), শিখা পাণ্ডে (ব্রিসবেন হিটস) এবং দয়ালান হেমালতা (পারথ স্করচার্স)।

বিদেশের মাটিতে শতরান রাহানের, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২০ মাসের খরা কাটালেন ভারতীয় ব্যাটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় দলে দীর্ঘ দিন সুযোগ পাননি তিনি। কিন্তু ক্রিকেটের বাইরে যাননি অজিঙ্ক রাহানে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২০ মাসের খরা কাটালেন তিনি। কাউন্টিতে লিস্টারশায়ারের হয়ে শতরান করেছেন ভারতীয় দলে ব্রাত্য ব্যাটার।

শেষ বার ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে রঞ্জি ট্রফিতে অসমের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন রাহানে। সেটি ছিল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ৩৯তম শতরান। রবিবার ৪০তম শতরান করলেন তিনি। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় ডিভিশনে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে ১৯০ বলে ১০২ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি।

প্রথম ইনিংসে ২৫১ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল লিস্টারশায়ার। জবাবে প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৫৫০ রান করেছে গ্ল্যামারগন। ২৫৭ রান করেছেন কলিন ইনগ্রাম। দ্বিতীয় ইনিংসেও চাপে পড়েছিল লিস্টারশায়ার। ৭৪ রানে ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে দলকে টানেন রাহানে ও পিটার

হ্যান্ডসকম্ব। শনিবার দিনের শেষে অপরাজিত ছিলেন তাঁরা। রবিবার আবার জুটি গড়েন দুই ব্যাটার। চতুর্থ উইকেটে তাঁদের ১৮৩ রানের জুটি লড়াইয়ে রাখে লিস্টারশায়ারকে। ১০২ রান করে স্পিনার কিরান কার্লসনের বলে আউট হন রাহানে।

২০২৩ সালের জুলাই মাসের পরে আর ভারতীয় দলে জায়গা পাননি রাহানে। কিন্তু তার পরেও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন তিনি। কাউন্টিতে রান করার পরেও দলীপ ট্রফিতে নেওয়া হয়নি ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া ক্রিকেটারকে। বোর্ড বুঝিয়ে দিয়েছে, রাহানেকে নিয়ে আর ভাবছে না তারা। কিন্তু রাহানে হাল ছাড়ছেন না। তাঁর ব্যাটে যে এখনও ধার রয়েছে তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

রাফিনিয়া, ইয়ামাল মনে করালেন নেইমার, মেসিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: হানসি ফ্লিকের অধীনে লা লিগায় নিজেদের খুঁজে পেয়েছে বার্সেলোনা। টানা চার ম্যাচে জিতে বার্সা রীতিমতো উড়ছে। সর্বশেষ ভায়াদোলিদের বিপক্ষে বার্সার জয় ৭,০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন বার্সার ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়া। এই হ্যাটট্রিকে নতুন মাইলফলকও গড়েছেন রাফিনিয়া।

অন্যদিকে ম্যাচে কোনো গোল না করলেও জোড়া গোলে সহায়তা করেছেন লামিনে ইয়ামাল। তবে ইয়ামালের পারফরম্যান্সকে গোল কিংবা অ্যাসিস্ট দিয়ে মাপার সুযোগ নেই। ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়েছেন এই কিশোর। সঙ্গে একটি কীর্তিতে ছাড়িয়ে গেছেন মেসিকেও।

শুরুতে বলা যাক হ্যাটট্রিক হিরো রাফিনিয়ার কথা। গত ১৭ এপ্রিল চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় লেগে পিএসজির কাছে ৪,১ গোলে হারের পর একটি পোস্ট দিয়েছিলেন রাফিনিয়া। সেই পোস্টে হতাশার কথা জানিয়ে রাফিনিয়া লিখেছিলেন, ক্লাব এবং সতীর্থদের জন্য তিনি নিজে মরে যেতে পারেন এবং অন্যকে মেরে ফেলতে পারেন।

সেদিনের সেই কথা হারের যন্ত্রণা থেকে বল হলেও কথাগুলো যে একেবারে অমূলক ছিল না, সেই প্রমাণই দিলেন গতকাল রাতে। যেখানে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে নিজের ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিকটা আদায় করে নিয়েছেন এই

ব্রাজিলিয়ান। লা লিগায় এটি ২০২৩ সালের ২০ মের পর কোনো ব্রাজিলিয়ানের প্রথম হ্যাটট্রিক। সর্বশেষ হ্যাটট্রিকটি করেছিলেন আলমেরিয়ার লাজারো ভিনিসিয়ুস।

তবে রাফিনিয়ার আগে বার্সার হয়ে কোনো ব্রাজিলিয়ানের সর্বশেষ হ্যাটট্রিক খুঁজতে হলে ফিরে যেতে হবে আরও আগে। লা লিগায় সর্বশেষ এমন ঘটনা দেখা গিয়েছিল সাত বছর আগে। তা,ও যেনতেন নাম নয়, সেই হ্যাটট্রিকটি এসেছিল নেইমারের কাছ থেকে। ২০১৭ সালের ১৪ মে লাস পালমাসের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকটি করেছিলেন নেইমার।

এর পর থেকে শুরু হওয়া ব্রাজিলিয়ানদের হ্যাটট্রিক,খরা অবশেষে থামল রাফিনিয়ায়। ম্যাচ শেষে হ্যাটট্রিক নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রাফিনিয়া বলেছেন, 'আমি জানি না, এটা আমার সেরা ম্যাচ কি না। তবে এটা সেরাগুলোর একটি। আমি আরও ভালো করার চেষ্টা করব এবং যতটা সম্ভব দলের জন্য করতে চাইব।'

গোলবন্যার এই ম্যাচে গোল না পেলেও যথারীতি আলো ছড়িয়েছেন ইয়ামাল। দুই গোলে সহায়তার পর এখন লা লিগায় তাঁর সহায়তায় গোলসংখ্যা ১০ এবং সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সংখ্যাটি ২০। মাত্র ১৭ বছর ৪৯ দিনে এই কীর্তি গড়েছেন ইয়ামাল।

গোলে সহায়তায় বয়সের দিক থেকে মেসিকেও ছাড়িয়ে গেছেন ইয়ামাল। লা লিগায় ১০ গোলে সহায়তা করতে মেসিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০ বছর ২৪৫ দিন বয়স পর্যন্ত। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০ গোলে সহায়তার মাইলফলক স্পর্শের সময় আর্জেন্টাইন মহাতারকার বয়স ছিল ২১ বছর ১২০ দিন।

তাঁকে ছাপিয়েই নজির, সেই কুকের চোখেই রুট ইংল্যান্ডের সেরা ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্টে ৩৪টি শতরান করেছেন জো রুট। ভেঙেছেন অ্যালিস্টার কুকের নজির। বর্তমানে ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি শতরান রুটের দখলে। কুক এ বার মুখ খুলেছেন রুটকে নিয়ে। তাঁর চোখে রুট ইংল্যান্ডের সেরা ক্রিকেটার।

কুক সংবাদমাধ্যমে বলেন, তরুট ইংল্যান্ডের সেরা ক্রিকেটার। এই নজির ওর প্রাপ্য। আমি দ্বিতীয় রুটের। আর ৯৬ রান করলেই টেস্টে কুক ও কুমার সঙ্গকারাকে ছাপিয়ে যাবেন তিনি। টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় পঞ্চম স্থানে ঢুকে পড়বেন। কুক মনে করেন, পরের টেস্টেই এই নজির গড়বেন তিনি। কুক বলেন, তপরের সপ্তাহে ওভালেই ও আমাকে ছাপিয়ে যাবে। যে ফর্মে ও আছে, তাতে এই রান করতে ওর সমস্যা হওয়ার কথা নয়।দ

রুটের প্রথম ৫৩টি টেস্টে তাঁর

কোনও ব্যাটারের কথা মনে করতে পারছি না, যার প্রতিটা ইনিংস দেখতে এতটা ভাল লাগে। যে ভাবে ও দুটো ইনিংসে শতরান করল, তা এক কথায় অসাধারণ। ও খুব ভাল ফর্মে রয়েছে। ওর খেলা দেখে চোখের আরাম হয়।দ

টেস্টে ১২৩৭৭ রান রয়েছে অধিনায়ক ছিলেন কুক। তখনই রুটের প্রতিভা দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হন রুট। অধিনায়কত্ব ছাড়ার পরেও তাঁর ব্যাটিংয়ের ধার কমেনি। এখনও দলকে টানছেন তিনি। লর্ডসে সেই ছবিই দেখা গিয়েছে।

মেসি নেই, বন্ধু সুয়ারেজই টানছেন মায়ামিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরার কথা ছিল লিওনেল মেসির। অনুশীলনেও ফিরেছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কিন্তু এরপরও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এখনো পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় মেসির মাঠে নামার অপেক্ষা আরও একটু বাড়ল। কিন্তু মেসি নেই তো কি হয়েছে, লুইস সুয়ারেজ তো আছেন। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে ইন্টার মায়ামিকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এই উরুগুইয়ান তারকা। বাংলাদেশ সময় আজ সকালের ম্যাচে শিকাগোর বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন সুয়ারেজ। আর মায়ামি জিতেছে ৪-১ গোলের ব্যবধানে

গত ১ জুন থেকেই ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নামা হয়নি মেসির। মেসির অনুপস্থিতি দলের খেলায় কেমন প্রভাব ফেলে, সেটা নিয়েও ছিল দুশ্চিন্তা। তবে মেসিকে ছাড়া লিগস কাপ থেকে ছিটকে গেলেও, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ভালোই করেছে ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে ছাড়াই প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করেছে তারা।

আর মেসির অনুপস্থিতিতে এখন তাঁর অভাব মেটাচ্ছেন সুয়ারেজই। শেষ দুটি ম্যাচেই করেছেন জোড়া গোল। এর আগে সিনসিনাটির বিপক্ষেও জোড়া গোল করেছিলে

সুয়ারেজ। কোপা আমেরিকা থেকে ফিরে ৭ ম্যাচে ৬ গোল করেছেন এই স্ট্রাইকার। সুয়ারেজ ফেরার পর চার ম্যাচের প্রতিটি লিগ ম্যাচে জিতেছে মায়ামি।

ঘরের মাঠে শিকাগো অবশ্য আক্রমণ ও বল দখলে পাল্লা দিয়েছে মায়ামির সঙ্গে। সুযোগ তৈরিতেও ছিল কাছাকাছি অবস্থানে। তবে সুযোগ কাজে লাগানোয় বাজিমাত করেছে মায়ামি। যদিও ২৫ মিনিটে মায়ামির পাওয়া প্রথম গোলটি ছিল আত্মঘাতী। বিরতির পর ৪৬ ও ৬৫ মিনিটে জোড়া গোল করেন সুয়ারেজ। ৮২ মিনিটে এক গোল শোধ করে শিকাগো। তবে শেষ দিকে রবার্ট টেলর মায়ামির হয়ে গোল করলে নিশ্চিত হয় শিকাগোর বড় হার। এই জয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ স্থান অবস্থান আরও সুদৃঢ় করল মায়ামি। ২৭ ম্যাচে ১৮ জয়, ৫ ড্র ও ৪ হারে মায়ামির পয়েন্ট এখন ৫৯। দুইয়ে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৫১।

ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো বলেছেন, 'প্রথম গোলের পর ম্যাচ শেষ হওয়ার ১০ বা ১২ মিনিট আগ পর্যন্ত ম্যাচটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এরপর আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়ি। তবে রবার্ট টেলরের গোলে ম্যাচটা আমরা নিজেদের করে নিতে সক্ষম হই। আর এই ম্যাচে মাঠে সেরা খেলোয়াড় ছিল সুয়ারেজ।'

লজ্জার হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচালেন লিটন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পেস বোলারদের দাপট, ব্যাটিং,ধসের পরও দুর্দান্ত সেঞ্চুরি;রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের তৃতীয় দিনে কী ছিল না! আগের দিন পাকিস্তানকে ২৭৪ রানে অলআউট করার পর শেষবেলায় ২ ওভারের জন্য ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ কোনো উইকেট না হারিয়ে করেছিল ১০ রান। কিন্তু আজ সকালে ১৬ রান যোগ করতেই প্রথম ৬ উইকেট হারিয়ে বসে বাংলাদেশ।

অবিশ্বাস্য সে ধসের পরও লিটন-মিরাজের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়ায় নাজমুল হোসেনের দল। লিটন দাস ধ্বংসস্তূপ থেকে দলকে টেনে তোলেন ১৩৮ রানের ইনিংস খেলে। মিরাজের ব্যাট থেকে আসে ৭৮ রান। টালমাটাল শুরুর পরও এই দুজনের সৌজন্যেই বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে পেয়ে যায় ২৬২ রান। পাকিস্তানের খুররাম শেহজাদ নেন ৬ উইকেট। ১২ রানের লিড পাওয়া পাকিস্তান দিন শেষে ৯ রান তুলতেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে। ২টি উইকেটই হাসান মাহমুদের। দিন শেষে পাকিস্তান এগিয়ে ২১ রানে।

বাংলাদেশের নড়বড়ে ব্যাটিংয়ের শুরুটা হয়েছিল আগের দিন বিকেলে। মির হামজার করা ইনিংসের প্রথম বলেই স্লিপে ক্যাচ তোলেন সাদমান ইসলাম। কিন্তু ক্যাচটা নিতে পারেননি সৌদ শাকিল। ওদিকে জাকির হাসানও কোন বল ছাড়বেন, কোনটা খেলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। সেদিন বিকেলে মাত্র দুই ওভার খেলতে হয়েছিল দুই ওপেনারকে। আজ দিনের শুরুতে পরপর দুই ওভারে আউট সাদমান-জাকির।

রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে খুররাম শেহজাদের করা ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে শর্ট মিড উইকেটে ক্যাচ তোলেন জাকির (১)। শেহজাদের পরের ওভারে এসে একই অ্যাঙ্গেলের বল লেগের দিকে খেলতে গিয়ে বোল্ড সাদমান (১০)। ওই ওভারেই একই ভুল করেন আরেক বাঁহাতি নাজমুল হোসেন। শেহজাদের ভেতরে আসা বল লেগের দিকে খেলার চেষ্টায় স্টাম্প এলোমেলো হয়ে যায় বাংলাদেশ অধিনায়কের। ১ বাউন্ডারিতে ৪ রানে থামে নাজমুলের ইনিংস।

২০ রানে টপ অর্ডারের তিন বাঁহাতিকেই হারানোর পরও শুধরায়নি বাংলাদেশের ব্যাটিং। শেহজাদ ও হামজা রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে স্টাম্প তাক করে বল করে গেছেন। আর ব্যাটিং,বিপর্যয়ের মধ্যেই বাংলাদেশের বাঁহাতিরা লেগের দিকেই খেলার চেষ্টা করে গেছেন আর উইকেট খুইয়েছেন। নবম ওভারে হামজার স্লোয়ার ডেলিভারিতে বোকা বনে যান মুমিনুল হক (১)। শর্ট মিড অনে ফ্লিক করতে গিয়ে সহজ ক্যাচ তুলে দেন এই অভিজ্ঞ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

সাকিব আল হাসানও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১২তম ওভারে শেহজাদ খুঁজে নেন সাকিবের প্যাড। ২ রান করা সাকিবের রিভিউ নিয়েও রক্ষা হয়নি। ইনিংস বড় হয়নি মুশফিকুর রহিমেরও (৩)। হামজার লেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা বলে ব্যাট ছুঁইয়ে আউট হয়েছেন তিনি।

স্কোরবোর্ডে বাংলাদেশ দলের রান তখন ৬ উইকেটে ২৬। বল মাত্র ১২ ওভার পুরোনো। এর মধ্যেই ক্রিজে নামতে হয় লিটন আর মিরাজকে। হামজা তখনো সুইং পাচ্ছিলেন, শেহজাদ সিম মুভমেন্ট। তবে মিরাজ নিলেন প্রতি,আক্রমণের পথ। পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক ফিল্ডিংয়ের সুবিধা নিয়ে স্কয়ার ড্রাইভ ও কাভার ড্রাইভে বেশ কিছু বাউন্ডারি খুঁজে নেন তিনি। অন্য প্রান্তে লিটন খেলছিলেন রীতিমতো টেস্ট ওপেনারের মতো। অপেক্ষায় ছিলেন ক্রিজে সময় কাটিয়ে বল পুরোনো হওয়ার।

দুজনের কৌশলী ব্যাটিং রান বাড়াতে থাকে বাংলাদেশের। বল নরম হয়ে আসায় চ্যালেঞ্জও কিছুটা কমে আসে। আর তাতে লিটন-মিরাজ পেয়ে যান স্মরণীয় এক জুটির মঞ্চ। এক-দুই রান আর কিছু বাউন্ডারিতে স্কোরবোর্ডে থাকা ৫০ রান হয়ে যায় ১০০। ফলো

অনের লজ্জা এড়িয়ে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে থাকে বাংলাদেশ। লিটন-মিরাজ দুজনই ফিফটি করেন, তাঁদের জুটি থেকে আসে ১৬৫ রান। অবিশ্বাস্য সে জুটিতে একটি বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছেন দুজন। ১৪৭ বছরের টেস্ট ইতিহাসে ৫০ রানের কমে ষষ্ঠ উইকেট পতনের পর সপ্তম উইকেটে সবচেয়ে বড় জুটি এখন তাঁদের।

৫২তম ওভারে শেহজাদের বলে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে মিরাজের আউটে ভাঙে তাঁদের রেকর্ড জুটি। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ফিফটি করা মিরাজের ব্যাট থেকে এসেছে ১২৪ বলে ৭৮ রানের ঝলমলে ইনিংস। লিটন অবশ্য সেখানেই থামলেন না। তাসকিন আউট হলেও হাসান মাহমুদকে নিয়ে তিনি যোগ করেন আরও ৬৯ রান। টেস্ট ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরিও পেয়ে যান। আর পাকিস্তানের বিপক্ষে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। পাকিস্তানের বিপক্ষে লিটনের প্রথম সেঞ্চুরিটি (১১৪) আসে ২০২১ সালে।

বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে পাকিস্তানের বিপক্ষে একাধিক টেস্ট সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব শুধুই লিটনের। এই সেঞ্চুরিতে তিনি গড়েছেন আরেকটি রেকর্ডও। দলের স্কোর পঞ্চাশের কম থাকা অবস্থায় ব্যাটিং অর্ডারে পাঁচের নিচে নেমে তিনটি সেঞ্চুরি করা বিশ্বের প্রথম ব্যাটসম্যান লিটন।

ম্যারাথন ব্যাটিংয়ে লিটন বাংলাদেশকে নিয়ে যান পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে করা ২৭৪ রানের কাছাকাছি। ৭৯তম ওভারে সালমান আলী আগার অফ স্পিনে দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে আউট হয়ে যান লিটন। ২২৮ বলে ১৩টি চার ও ৪টি ছক্কায় ১৩৮ রানে থামে তাঁর ইনিংস। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে নাহিদ রানা আউট হওয়ায় বাংলাদেশের ইনিংসও শেষ হয় সে ওভারেই। হাসান ৫১ বল খেলে অপরাজিত ছিলেন ১৩ রানে।

বাংলাদেশকে ২৬২ রানে অলআউট করে ১২ রানের লিড পায় পাকিস্তান। তবে শেষবেলায় ব্যাটিংয়ে নামা পাকিস্তানকে স্বস্তি দেননি হাসানও। আউটসুইংয়ে ওপেনার আবদুল্লাহ শফিককে ৩ রানে করেন কট বিহাইন্ড। এরপর নাইট ওয়াচম্যান শেদজাদকে ০ রানে বোল্ড করে দিনের খেলারই ইতি টানেন এই পেসার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ২৭৪ ও ৩.৪ ওভারে ৯/২ (সাইম ৬* ; হাসান ২/৩)।
বাংলাদেশ ১ম ইনিংসে ৭৮.৪ ওভারে ২৬২ (লিটন ১৩৮, মিরাজ ৭৮, হাসান ১৩*; শেহজাদ ৬/৯০, সালমান ২/১৩, হামজা ২/৫০)
(৩য় দিন শেষে)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**